সপ্তম অধ্যায়

নির্বাণ

অধ্যায় অ্যাসেসমেন্ট ছক			3A পেলে অর্জিত হবে
ছক-১	ছক-২	ছক-৩	A+
বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা ২ দেখো			

▣ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু

বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ লাভ। নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ আবিষ্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। ফলে দুঃখও ভোগ করতে হয় না। ধর্মপদ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে—

আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুট্ঠি পরমং ধনং, বিস্সাস পরমাঞ্ঞাতি, নিব্বানং পরমং সুখং। অর্থাৎ আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ।

শুরুতেই পাঠ্যবই থেকে 'নির্বাণ' অধ্যায়টি পড়ে নাও।
অথবা মোবাইলে Audio Book শোনার জন্য QR Code স্ক্যান করো।

▣ অধ্যায়টির শিখনফল

এখানে অধ্যায়ের শিখনফলগুলোর গুরুত্ব স্টার (★) চিহ্নিত করে বোঝানো হয়েছে। কোন শিখনফল থেকে বিগত বছরসমূহে বোর্ড পরীক্ষায় কত সংখ্যক প্রশ্ন এসেছে এবং এ অধ্যায়ে এসব শিখনফলের ওপর কোন কোন প্রশ্ন রয়েছে তা এ ছক থেকে জানতে পারবে তুমি।

	শিখনফল	বোর্ড ও সাল	প্রশ্ন নম্বর
★★	১. নির্বাণের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	ঢা. বো. ২০২৪; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; ঢা. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো. '১৯; সকল বোর্ড ২০১৮; '১৭; '১৬; '১৫	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪
★	২. নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; সকল বোর্ড ২০১৭; '১৫	২, ৪, ৮, ১০, ১৫

অ্যানালাইসিস

- পাঠ বিশ্লেষণ | পৃষ্ঠা ১৮৬
  - ✓ অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ | পৃষ্ঠা ১৮৬
  - ✓ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা ১৮৬
  - ✓ কুইজের উত্তরমালা | পৃষ্ঠা ১৮৭

অ্যাপ্লিকেশন

- সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৮৮
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন
- সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৯৪
- জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৯৬
- সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৯৮
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

অ্যাসেসমেন্ট

- প্রশ্নব্যাংক | পৃষ্ঠা ২০৭
  - ✓ রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ২০৭
  - ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ২০৮
- অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট | পৃষ্ঠা ২০৯
  - ✓ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ২০৯
  - ✓ রচনামূলক অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ২১০

অ্যানালাইসিস অংশ: পাঠ বিশ্লেষণ

■ শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ ■ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু

অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ — বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা ও শিখনফলের ভিত্তিতে

এ অধ্যায়ের কোন শিখনফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য শিখনফলের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের ওপর কতবার প্রশ্ন এসেছে তা ছক ও গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিখনফলসমূহের ওপর প্রশ্নগুলো তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করো।

শিখনফল নম্বর	বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা (২০১৫-২৪)										
	ঢাকা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	দিনাজপুর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	যশোর	বরিশাল	সকল বোর্ড	মোট
১	৩	-	১	-	১	১	১	১	-	৪	১২
২	১	-	-	-	১	২	-	-	-	২	৬

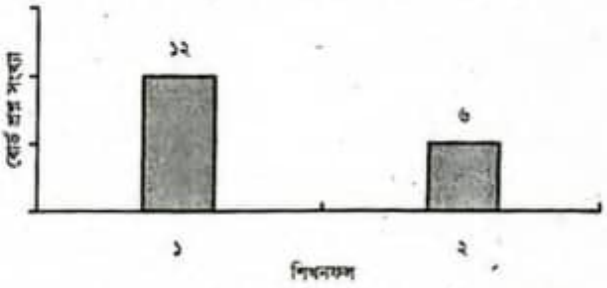

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী শিখনফলগুলো হলো ১ ও ২

পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু — নতুন পাঠ্যবইয়ের টপিকের ভিত্তিতে

এখানে প্রতিটি টপিকের ওপর পাঠ্যবই ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান টু-দ্য-পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কুইজ। যদি তুমি সবগুলো কুইজের উত্তর করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে টপিকের ওপর তোমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে।

নির্বাণ ও নির্বাণের ধারণা

জীবের জীবন জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং কার্যকারণ সম্বন্ধসঞ্জাত। যেখানে জন্ম-মৃত্যু বা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে সেখানে দুঃখ বার বার আঘাত হানে। নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রুদ্ধ এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা।

নির্বাণ এক অলৌকিক অবস্থা, যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। নির্বাণ কারণসম্ভূত নয় বিধায় অবিনশ্বর। নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। ফলে দুঃখ ও ভোগ করতে হয় না। তাই বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ। নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ আবিষ্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠতত্ত্ব।

'নির্বাণ' মানে 'নির্বাপিত হওয়া'। জাগতিক সর্ব দুঃখের অবসানে তথা পঞ্চস্কন্ধের নিরোধে যে জ্ঞান হয় তাই নির্বাণ। নির্বাণ হচ্ছে সত্ত্বার সর্বতৃষ্ণার ক্ষয়কারক এক আনন্দময় অবস্থা। যিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন, তিনি তৃষ্ণামুক্ত হন। তার তৃষ্ণাজাত রাগ-দ্বেষ মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়।

'নির্বাণ' এক লোকোত্তর জ্ঞান। যে জ্ঞান তুলনাহীন, উপমাহীন ও অচিন্তনীয়। 'মিষ্টির' স্বাদ কেমন তা যেমন বর্ণনা করা যায় না তেমনি নির্বাণ কি তা বর্ণনা করা যায় না।

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর: D ০-২টি | C ৩-৪টি | B ৫-৬টি | A ৭-৮টি

কুইজ-১

প্রশ্ন-১. জীবের জীবন জন্ম-মৃত্যুর কীসে আবদ্ধ?
প্রশ্ন-২. কার্যকারণ সম্বন্ধসঞ্জাত স্থানে বার বার কী আঘাত করে?
প্রশ্ন-৩. নির্বাণ কেমন অবস্থা যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন?
প্রশ্ন-৪. নির্বাণ কী সম্ভূত নয়?
প্রশ্ন-৫. নির্বাণ লাভের পর আর কী করতে হয় না?
প্রশ্ন-৬. বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য কী?
প্রশ্ন-৭. 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ কী?
প্রশ্ন-৮. কী করলে তৃষ্ণাজাত রাগ-দ্বেষ-মোহের নিবৃত্তি ঘটে?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৮৭ দেখো।

নির্বাণের প্রকারভেদ

যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে তৃষ্ণার ক্ষয় হয়, রাগ-দ্বেষ, মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ বা কার্যকারণ নিরুদ্ধ হয় এবং সর্ব প্রকার দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হয় তাকে নির্বাণ বলে। নির্বাণ হচ্ছে এক লোকোত্তর অভিজ্ঞতা। নির্বাণ দুই প্রকার। যথা: সোপাদিসেস নির্বাণ এবং অনুপাদিসেস নির্বাণ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ ভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। সোপাদিসেস নির্বাণ হলো পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধক পুরুষের নির্বাণ জ্ঞান উপলব্ধি করা। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। সোপাদিসেস নির্বাণলাভী নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তৃষ্ণামুক্ত হন কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন। আর নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তাকে বলে অনুপাদিসেস নির্বাণ। অনুপাদিসেস নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হন অর্থাৎ পুনরায় প্রজ্বলিত হন না। অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভী আর জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হন।

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর: D ০-২টি | C ৩-৪টি | B ৫-৬টি | A ৭-৮টি

কুইজ-২

প্রশ্ন-১. রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে একত্রে কী বলা হয়?
প্রশ্ন-২. নির্বাণ কয় প্রকার?

প্রশ্ন-৩. জীবিত অর্হৎ কোন ধরনের নির্বাণ লাভ করেন?
প্রশ্ন-৪. সোপাদিসেস নির্বাণলাভী কী প্রত্যক্ষ করেন?
প্রশ্ন-৫. কোন ধরনের নির্বাণলাভী জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন?
প্রশ্ন-৬. পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে কেউ যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে কী বলে?
প্রশ্ন-৭. কোন ধরনের নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হন?
প্রশ্ন-৮. অনুপাদিসেস নির্বাণলাভী কীসের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হন?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৮৭ দেখো।

নির্বাণের বর্ণনা

নির্বাণের স্বরূপ বুঝতে হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব রকম জীব ও জড় বস্তু সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। এসব জড় বস্তুর গুণাবলি স্থির বা শাশ্বত নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতা কখনো সুখকর নয়, বরং দুঃখময়। মানুষের দেহ ও মন কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, সংসার অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম। এই পরিবর্তনশীল দেহ-মন, অনিত্য সংসার, দুঃখময় ও অনাত্ম আত্মা হতে মুক্তিলাভ ও পরম সুখকর অবস্থা প্রাপ্তিই হলো নির্বাণ। সুখ প্রত্যাশীদের নির্বাণ মার্গের সাধনা করা উচিত। কেননা নির্বাণ পরম সুখ। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নির্বাণ অচিন্তনীয়, তুলনাবিহীন, স্থান-কাল-পাত্র, যুক্তি-উপমা বা প্রমাণ দ্বারা নির্বাণ প্রকাশযোগ্য নয়। শুধু আনন্দময়, যুক্তিময় অনুভূতিই নির্বাণ। নির্বাণ হচ্ছে সকল দুঃখের অন্তসাধন এক চরম অবস্থা। যা পরম শুভ ও কল্যাণকর। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'নিব্বানং পরমং সুখং' অর্থাৎ নির্বাণ পরম সুখ।

নির্বাণ কারণহীন। এর উৎপত্তি বা বিলয় কোনোটিই নেই। নির্বাণ ধ্রুব, নির্বাণ পরম সুখকর। এজন্য যা কিছু দৃষ্টিগোচর বা অদৃশ্য অথবা কল্পনা-বহির্ভূত তাদের মধ্যে নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কার স্বরূপ বুঝতে হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবরকম জীব ও জড় বস্তু সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার?
প্রশ্ন-২. জড় বস্তুর গুণাবলি কীরূপ?
প্রশ্ন-৩. "সংসার অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম।"— এ কথাটি কে বলেছেন?
প্রশ্ন-৪. সুখ প্রত্যাশীদের কীসের সাধনা করা উচিত?
প্রশ্ন-৫. দুঃখময় ও অনাত্ম আত্মা হতে মুক্তি লাভ ও পরম সুখকর অবস্থা প্রাপ্তিই কী?
প্রশ্ন-৬. সকল দুঃখের অন্তসাধন এক চরম অবস্থাকে কী বলে?
প্রশ্ন-৭. "নিব্বানং পরমং সুখং"— কথাটির অর্থ কী?
প্রশ্ন-৮. নির্বাণ কী হীন?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৮৭ দেখো।

নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা

লোভ, দ্বেষ, কামনা, বাসনার কারণে সৃষ্ট অকুশল কর্ম থেকে বিরত হয়ে কুশল কর্মের মাধ্যমে শান্তিময় জগৎ নির্মাণ এবং জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুঃখময় জীবন প্রবাহ থেকে মুক্তিলাভের জন্য নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

নির্বাণ লাভের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা মনে ভালো কাজের চেতনা জাগ্রত করে। ভালো কাজ করলে ইতরকুলে জন্মের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রুদ্ধ এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা। বুদ্ধ জাগতিক সর্বদুঃখ মোচনে এই অভিনব জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন। নির্বাণলাভী নিজের ও সকলের কল্যাণ সাধন করেন এবং জগৎ সংসারের সর্বপ্রকার মঙ্গলের কারণ হন। আত্মসংযম অনুশীলন করেন। সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন। নির্বাণ সাধনা এভাবেই নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ জ্ঞানে জরা-মরণ রহিত হয়। স্বত্বগণ এক পরম সুখকর অবস্থায় উপনীত হয়। তাই জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত থাকার জন্য বৌদ্ধদের নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. লোভ, দ্বেষ, কামনা, বাসনার কারণে কী সৃষ্টি হয়?
প্রশ্ন-২. মানুষ কীসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ?
প্রশ্ন-৩. কী লাভের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা মনে ভালো কাজের চেতনা জাগ্রত করে?
প্রশ্ন-৪. জাগতিক সর্বদুঃখ মোচনে নির্বাণের অভিনব জ্ঞান কে আবিষ্কার করেছেন?
প্রশ্ন-৫. কে নিজের ও সকলের কল্যাণ সাধন করেন?
প্রশ্ন-৬. কী করলে ইতরকুলে জন্মের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়?
প্রশ্ন-৭. নির্বাণলাভী সকলের প্রতি কী ভাবাপন্ন হন?
প্রশ্ন-৮. নির্বাণ জ্ঞানে কী রহিত হয়?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৮৭ দেখো।

কুইজের উত্তরমালা

কুইজ-১	১। শৃঙ্খলে; ২। দুঃখ; ৩। অলৌকিক; ৪। কারণ; ৫। জন্মগ্রহণ; ৬। নির্বাণ; ৭। নির্বাপিত হওয়া; ৮। নির্বাণ সাক্ষাৎ।
কুইজ-২	১। পঞ্চস্কন্ধ; ২। দুই; ৩। সোপাদিসেস; ৪। নির্বাণ; ৫। সোপাদিসেস; ৬। অনুপাদিসেস নির্বাণ; ৭। অনুপাদিসেস; ৮। জন্ম-মৃত্যুর।
কুইজ-৩	১। নির্বাণের; ২। নিয়ত পরিবর্তনশীল; ৩। গৌতম বুদ্ধ; ৪। নির্বাণ মার্গের; ৫। নির্বাণ; ৬। নির্বাণ; ৭। নির্বাণ পরম সুখ; ৮। কারণ।
কুইজ-৪	১। অকুশল কর্ম; ২। জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির; ৩। নির্বাণ; ৪। বুদ্ধ; ৫। নির্বাণলাভী; ৬। ভালো কাজ; ৭। মৈত্রী; ৮। জরা-মরণ।

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

শূন্যস্থান ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন

এখানে অনুশীলনের জন্যে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে সহায়তা করবে।

▶ শূন্যস্থান পূরণ

১. নির্বাণ এক —— অবস্থা।
২. নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ —— অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।
৩. নির্বাণ এক —— অভিজ্ঞতা।
৪. একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ এভাবে অসংখ্য —— জ্বালানো যায়।
৫. যার ধ্যান নেই তার —— লাভ হয় না।

উত্তর: ১. অলৌকিক; ২. আবিষ্কৃত; ৩. লোকোত্তর; ৪. প্রদীপ; ৫. নির্বাণ।

▶ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১. নির্বাণের ধারণা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বৌদ্ধদের চরম লক্ষ্য নির্বাণ। এ নির্বাণ পরম সুখকর। গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ ৪৫ বছর সাধনার পর এ মহা পরম জ্ঞান বা নির্বাণতত্ত্ব উপলব্ধি করেন। তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি নির্বাণ নামক এক চরম অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন।

আমরা জানি 'নির্বাণ' মানে 'নির্বাপিত হওয়া'। জাগতিক সর্ব দুঃখের অবসানে তথা পঞ্চস্কন্ধের নিরোধে যে জ্ঞান হয় তাই নির্বাণ। তাই নির্বাণ হচ্ছে তৃষ্ণার সর্বতৃষ্ণার ক্ষয়কারক এক আনন্দময় অবস্থা। যে অবস্থা হলে সুখ-দুঃখের কোনো অনুভূতি থাকে না। মোটকথা, তৃষ্ণাজাত রাগ-দ্বেষ-মোহের নিবৃত্তিই হচ্ছে নির্বাণ। কথিত আছে যে, ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে তৃষ্ণা, রাগ-দ্বেষ-মোহ নির্বাপিত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ বা কার্যকারণ নিরুদ্ধ হয়। তাই নির্বাণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

বিঞ্ঞানস্স নিরোধের তণহাক্খয় বিমুত্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নিব্বাণং বিমোক্খ হোতি চেতসো।

অর্থাৎ- জ্বলন্ত আগুন নিভে যাওয়ার মতো তৃষ্ণার ক্ষয় হওয়া বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধে মুক্তি লাভ করা এবং পুনর্জন্ম সম্পূর্ণ নিরোধ হওয়াই হচ্ছে নির্বাণ।

'নির্বাণ' এক লোকোত্তর জ্ঞান। যে জ্ঞান তুলনাহীন, উপমাহীন ও অচিন্তনীয়। 'মিষ্টির' স্বাদ কেমন তা যেমন বর্ণনা করা যায় না তেমনি নির্বাণ কি তা বর্ণনা করা যায় না। তাই 'মিলিন্দ প্রশ্নে' বলা হয়েছে যে, নির্বাণ অচিন্তনীয়, তুলনাবিহীন, স্থান-কাল-পাত্র, যুক্তি-উপমা বা প্রমাণ দ্বারা নির্বাণ প্রকাশযোগ্য নয়। শুধু আনন্দময়, মুক্তিময় অনুভূতিই নির্বাণ। নির্বাণ হচ্ছে সকল দুঃখের অন্তসাধন এক চরম অবস্থা। যা পরম শুভ ও কল্যাণকর। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'নিব্বানং পরমং সুখং' অর্থাৎ নির্বাণ পরম সুখ।

নির্বাণ পরম সুখ বলে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নির্বাণ লাভের প্রয়াসী হন। চতুরার্য উপলব্ধিতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণে ক্রমে নির্বাণ নামক স্তরে উপনীত হওয়া যায়। যে স্তরের কোনো উপমা নেই তবে অনুভবযোগ্য। তাই বলা হয়েছে, নির্বাণ কারণহীন। ইহা ধ্রুব ও পরম সুখকর। এর কোনো পরিবর্তন নেই। তাই সুখ প্রত্যাশীদের নির্বাণ মার্গের সাধনা করা উচিত। কেননা নির্বাণ পরম সুখ।

প্রশ্ন-২. 'নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত'— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত এ কথা শাশ্বত সত্য। কেননা, বৌদ্ধ দর্শনে একে পরম সুখকর অবস্থা বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অবস্থা দেখে তা নিরোধের উপায় খুঁজতে গিয়ে ছয় বছর সাধনা করেছেন। সাধনান্তে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেছেন তাই বুদ্ধজ্ঞান বা নির্বাণ জ্ঞান। যে জ্ঞানে সর্ব দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে। চরম সুখকর এক অবস্থায় উপনীত হয়ে পরমানন্দ লাভ হয়। এ পরমানন্দ লাভই হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর নিরোধে এক সুখকর অবস্থা। তাই বলা হয়েছে, নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত।

বুদ্ধ জাগতিক সর্বদুঃখ মোচনে এক অভিনব জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন। চারিসত্য উপলব্ধিতে অষ্টমার্গের অনুসরণে এ জ্ঞান অর্জিত হয়। যে জ্ঞানে জরা-মরণ রহিত হয়। সত্ত্বগণ এক পরম সুখকর অবস্থায় উপনীত হয়। এ সুখময় অবস্থা সবার কাম্য। বুদ্ধধর্ম দেশনার সময় নির্বাণের সুখকর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—

বিঞ্ঞানস্স নিরোধের তণ্হাকখয় বিমুত্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নিব্বাণং বিমোক্খ হোতি চেতসো।

অর্থাৎ বিজ্ঞান নিরোধে সত্ত্বগণ তৃষ্ণাক্ষয় করে মুক্তিলাভ করে। এ মুক্তিলাভী পুরুষগণের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণ নিরোধ হয়। এ জন্মান্তর নিরোধ জ্ঞানে উপনীত হতে পারলেই পরম সুখকর অবস্থা হয়। তাই বলা হয়েছে নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত।

বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম দর্শনের অন্যতম অবদান হচ্ছে এ নির্বাণ তত্ত্ব। যে নির্বাণ তত্ত্ব উপলব্ধিতে পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ হয় তাই বৌদ্ধদের কাম্য। কেননা এ নিরোধ জ্ঞান পরম সুখকর। তাই বলা হয়েছে— 'নিব্বানং পরমং সুখং'।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৮টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ■ ৬৫টি সাধারণ ■ ১৬টি বহুপদী সমাপ্তিসূচক ■ ১৭টি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেসব প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো কমন পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

১. নির্বাণ অর্থ কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯।*

ক জাগতিক জ্ঞান
খ আকাঙ্ক্ষা রোধ
গ চিত্তের সুখ
ঘ তৃষ্ণার ক্ষয় — **ঘ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- 'নি' উপসর্গের সঙ্গে 'বাণ' শব্দটি যুক্ত হয়ে— 'নির্বাণ' শব্দটি বুৎপন্ন হয়েছে।
- 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ— নির্বাপিত হওয়া।
- সকল দুঃখের অন্তসাধন অবস্থা হলো— নির্বাণ।
- জাগতিক জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়— নির্বাণ।
- তৃষ্ণার বিনাশের মাধ্যমে লাভ করা যায়— চিত্তের সুখ।
- আকাঙ্ক্ষা রোধের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যায়— নির্বাণের পথে।
- দুঃখের কারণ জন্মনিরোধ সম্ভব— তৃষ্ণার ক্ষয় করে।

২. বিমুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে নিরোধের কারণ— *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০।*

i. তৃষ্ণার ক্ষয় করা
ii. চিত্তমুক্তি লাভ করা
iii. লোভ, দ্বেষ, মোহ ধ্বংস করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- তৃষ্ণার ক্ষয় করার জন্য প্রয়োজন— ধ্যান-সাধনার।
- চিত্তমুক্তি লাভ করার জন্য করতে হয়— নির্বাণ সাধনা।
- রাগ, ঈর্ষা, মোহ, লোভ প্রভৃতি উৎপত্তি লাভ করে— তৃষ্ণা থেকে।
- দুঃখের কারণ জন্মনিরোধ বা নির্বাণ লাভ সম্ভব— তৃষ্ণাজাত প্রবৃত্তির ক্ষয় হলে।
- দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়— নির্বাণ লাভের মাধ্যমে।
- লোভ, দ্বেষ, মোহ ধ্বংসে করার মাধ্যমে লাভ হয়— নির্বাণ।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ধর্মপুর আর্যবিহারের বিহারাধ্যক্ষ কল্যাণশ্রী মহাস্থবির সুপরিকল্পিতভাবে বিহার পরিচালনা করেন বিধায় তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সাধনার দ্বারা সম্যক সম্বুদ্ধের প্রদর্শিত ধর্ম ও বিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে বিচরণ করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

৩. কল্যাণশ্রী মহাস্থবির গৌতম বুদ্ধের কোন নির্বাণ জ্ঞান উপলব্ধি করেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।
ⓚ প্রাপ্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ
ⓚ সোপাদিসেস নির্বাণ জ্ঞান
ⓖ অনুপাদিসেস নির্বাণ জ্ঞান
ⓖ সোপাদিসেস ও অনুপাদিসেস নির্বাণ
উত্তর: খ

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- সোপাদিসেস ও অনুপাদিসেস এই দুই ভাগে বিভক্ত– নির্বাণ।
- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান– পঞ্চস্কন্ধ।
- পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় উপলব্ধি করেন– সোপাদিসেস নির্বাণ।
- সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন– জীবিত অর্হৎ।
- ছয় বছরের কঠোর সাধনায় সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন– গৌতম বুদ্ধ।
- পঞ্চস্কন্ধ বিনাশ করে নির্বাণদর্শী সত্ত্ব পান– অনুপাদিসেস নির্বাণ।
- নির্বাণের প্রকারভেদ হলো– সোপাদিসেস নির্বাণ ও অনুপাদিসেস নির্বাণ।

৪. উক্ত নির্বাণ জ্ঞান লাভের দ্বারা সম্ভব–
i. জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ নিরোধ করা
ii. পঞ্চ ইন্দ্রিয়সমূহের দমন করা
iii. দুঃখ ও তৃষ্ণা বিনাশ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii
উত্তর: ক

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ নিরোধ করার উপায় হলো– নির্বাণ।
- পঞ্চ ইন্দ্রিয়সমূহ দমন করার মাধ্যমে নিরোধ হয়– তৃষ্ণার।
- দুঃখ ও তৃষ্ণা বিনাশ হয়– জন্ম-মৃত্যু নিরোধ হলে।
- সোপাদিসেস নির্বাণের বৈশিষ্ট্য হলো– দুঃখসমূহের বিনাশ করা।
- সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন– জীবিত অর্হৎ।
- অনুপাদিসেস নির্বাণে নির্বাণদর্শী সত্ত্ব নির্বাপিত হন– সম্পূর্ণভাবে।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor এখানে বিগত সালের শিখনফল বিশ্লেষণের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে অনুশীলন করতে পারো। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সূত্র হিসেবে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, যা দেখে তুমি পাঠ্যবই দাগিয়ে নিয়ে লাইনটি আয়ত্ত করতে পারবে।

৫. নির্বাণ কী ধরনের অভিজ্ঞতা? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯। /সকল বোর্ড ২০২০/
ⓚ সাধারণ ⓚ লোকত্তর
ⓖ বাস্তব ⓖ লৌকিক
উত্তর: খ

৬. দুঃখ নিরোধ হওয়াকে কী বলে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯। /সকল বোর্ড ২০১৮/
ⓚ শিক্ষা ⓚ কর্ম ⓖ নির্বাণ ⓖ দান
উত্তর: গ

৭. 'বাণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯। /সকল বোর্ড ২০১৬/
ⓚ ধনুকের তীর ⓚ বন্যা
ⓖ পানির স্রোত ⓖ নদীর বাঁধ
উত্তর: ক

৮. বিশ্বের সকল বস্তু সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে কত প্রকার? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯২। /সকল বোর্ড ২০১৭/
ⓚ ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓖ ৫
উত্তর: ক

৯. কাদের দ্বারা নির্বাণ লাভ সম্ভব? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯২। /সকল বোর্ড ১৯/
ⓚ সত্যবাদী ⓚ শীলবান
ⓖ দয়াবান ⓖ জ্ঞানী
উত্তর: ঘ

১০. ধ্যানী ও বিজ্ঞ পুরুষ নিরলস সাধনায় প্রবৃত্ত হন কেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯২। /সকল বোর্ড ২০১৭/
ⓚ সম্পদ লাভের জন্য ⓚ অব্যাহতি লাভের জন্য
ⓖ নির্বাণ লাভের জন্য ⓖ স্বর্গ লাভের জন্য
উত্তর: গ

১১. জ্ঞানী ব্যক্তির নির্বাণ সাধনার প্রয়োজন কেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩। /সকল বোর্ড ২০১৮/
ⓚ তৃষ্ণা থেকে মুক্তির জন্য
ⓚ লৌকিক জ্ঞান লাভের জন্য
ⓖ অলৌকিক জ্ঞান অর্জনের জন্য
ⓖ নিজের খ্যাতি উপস্থাপনের জন্য
উত্তর: ক

জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করেন যে, জগৎ দুঃখময়। তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার ফলেই বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়। তৃষ্ণা থেকে মুক্তি লাভ বা নির্বাণ লাভ সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্যই জ্ঞানী ব্যক্তির নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন।

Tutor উপরের চিহ্নটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

১২. চিত্ত সংযমের প্রধান উপায় হলো– ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১। /সকল বোর্ড ২০২০/
i. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন
ii. ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
iii. ব্রহ্মচর্য পালন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

নিচের চিত্রটি দেখ এবং ১৩ ও ১৪ প্রশ্নের উত্তর দাও:

/সকল বোর্ড ২০১৭/

জ্বলন্ত মোমবাতি

১৩. চিত্রে জ্বলন্ত মোমবাতির আলো নিভে যাওয়ার বিষয়টিকে বুদ্ধ কীসের ধারণার সাথে তুলনা করেছেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।
ⓚ চরিতমালার ⓚ কর্মবাদের ⓖ জাতকের ⓖ নির্বাণের
উত্তর: ঘ

১৪. উক্ত ধারণার মূল উৎস কোনটি? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।
ⓚ পরম অভিজ্ঞতা ⓚ পরম দুঃখ
ⓖ পরম সাধনা ⓖ পরম সুখ
উত্তর: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভিক্ষু সাধনানন্দ জন্মান্তর রোধ করার জন্য দীর্ঘ কঠোর সাধনায় উপনীত হয়ে অতঃপর বিমুক্ত সুখ লাভ করলেন। /সকল বোর্ড ২০১৬/

১৫. জন্মান্তর রোধে ভিক্ষু সাধনানন্দকে কি কি ত্যাগ করতে হয়েছে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।
ⓚ লোভ, দ্বেষ, মোহ ⓚ ধন-সম্পদ
ⓖ বিদ্যা অর্জন ⓖ বৈরাগ্য
উত্তর: ক

১৬. উক্ত আচরণের মাধ্যমে তিনি লাভ করেছেন– ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।
i. চারি আর্যসত্য
ii. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ
iii. নির্বাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ধর্মীয় শিক্ষক শিলুপ্রভা বড়ুয়া তাঁর শিক্ষার্থীদের বলেন, জগৎ দুঃখময়, সংসারে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ ভোগ করতে হয়, এই দুঃখময় যন্ত্রণা হতে মুক্তি লাভ করা সহজ নয়। /ঢাকা বোর্ড ২০২৪/

১৭. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় শিক্ষকের মতে সকলের উচিত– ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।
ⓚ তৃষ্ণা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা
ⓚ জ্ঞানী হওয়া
ⓖ দান কার্য সম্পাদন করা
ⓖ নিজের যশ খ্যাতি বাড়ানো
উত্তর: ক

শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত

Tutor: এখানে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত এ প্রশ্নগুলোতে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ও স্কুলের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেবে।

১৮. মানুষের মনে ক্ষতিকর প্রবৃত্তি সৃষ্টির কারণ কী? ★
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯ /বাটিকামারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক তৃষ্ণা বা কামনা খ রাগ-অনুরাগ
গ আশা-ভরসা ঘ সুখ-শান্তি **ক**

মানব মনে রাগ, ঈর্ষা, মোহ, লোভ ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা বা কামনা। তৃষ্ণার কারণেই মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করে। যিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন তিনি তৃষ্ণামুক্ত হন। তাঁর তৃষ্ণাজাত রাগ-দ্বেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়। ফলে তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হন।

১৯. কীভাবে মানুষের তৃষ্ণা নির্বাপিত হয়? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।
/রাউজান আর.আর.এ.সি. মডেল হাই স্কুল/
ক দুঃখমুক্তিতে খ নির্বাণ লাভে
গ স্রোতাপত্তি লাভে ঘ মৃত্যু ঘটলে **খ**

২০. নির্বাণ শব্দের অর্থ কী? ★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।
/রাঙ্গুনিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/
ক নির্বাপিত হওয়া খ অহং লাভ করা
গ মহাজ্ঞানী হওয়া ঘ অলৌকিক শক্তি **ক**

২১. নির্বাণ বলতে বোঝায়— ★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।
/রাঙ্গুনিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/
ক পাপমুক্তি খ স্বর্গলাভ
গ তৃষ্ণার ক্ষয় ঘ দুঃখমুক্তি **গ**

২২. নির্বাণ কেমন অভিজ্ঞতা? ★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।
/ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা/
ক লোকজ খ লোকত্তর
গ সাধারণ ঘ মহান **খ**

২৩. মানুষের বার বার জন্ম নেওয়ার কারণ কী? ★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।
/মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা/
ক দুঃখ খ সুখ
গ মোহ ঘ শীল পালন **গ**

২৪. গৌতম বুদ্ধ কোথায় সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন? ★
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০ /কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/
ক লুম্বিনীতে খ কুশীনগরে
গ সারনাথে ঘ বুদ্ধগয়ায় **ঘ**

২৫. নিচের কোনটি পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।
/কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়/
ক রূপ খ বেদনা
গ লোভ ঘ বিজ্ঞান **গ**

২৬. পরিবর্তনশীলতা কেমন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১।
/রাউজান আর.আর.এ.সি. মডেল হাই স্কুল, চট্টগ্রাম/
ক ফলাফলহীন খ সুখকর
গ দুঃখময় ঘ ভোগপূর্ণ **গ**

২৭. কীভাবে দুঃখ নির্মূল করা যায়? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১।
/কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/
ক মার্গলাভ করে খ চতুরার্য লাভ করে
গ নির্বাণ লাভ করে ঘ ধ্যান করে **গ**

২৮. বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ কত বছর ধরে ধর্ম প্রচার করেছেন?
★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১ /চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ/
ক ৪০ খ ৪৫
গ ৪৭ ঘ ৪৮ **খ**

২৯. জীব ও জড় বস্তুর গুণ কেমন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১।
/বাংলাদেশ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ/
ক স্থির খ শাশ্বত
গ পরিবর্তনশীল ঘ অদৃশ্য **গ**

৩০. বিশ্বের সকল বস্তু কত রকম? ★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯২।
/বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়/
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **ক**

৩১. কাদের পক্ষে নির্বাণ লাভ সম্ভব? ★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯২।
/আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/
ক মানুষের পক্ষে খ দেবতার পক্ষে
গ ভিক্ষুর পক্ষে ঘ অট্ঠকথাচার্যের পক্ষে **গ**

৩২. কোনটি থেকে দুঃখের উৎপত্তি? ★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।
/চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ/
ক তৃষ্ণা খ রাগ
গ মায়া ঘ ব্যাধি **ক**

৩৩. বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত কোনটি? ★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।
/ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক ভিক্ষু হওয়া খ জ্ঞানী হওয়া
গ নির্বাণ লাভ করা ঘ স্রোতাপত্তি লাভ করা **গ**

৩৪. নির্বাণ সাধনায় কোন ধরনের প্রবৃত্তি দূর হয়— ★ ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।
/রাউজান আর.আর.এ.সি. মডেল হাই স্কুল/
i. অপরের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা
ii. অহংকার iii. রাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারাক্রম অনুসারে

Tutor: পাঠ্যবইটি পড়ো অথবা **Audio Book** থেকে টপিকটি শোনো। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে **TOP 10 TIPS** দেখো। এরপর হাত দিয়ে উত্তর ঢেকে প্রশ্নগুলো অনুশীলন করো। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে অধ্যায়টির সকল টপিকের ওপর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে তোমার।

★★ পাঠ-১: নির্বাণের ধারণা | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৮৯

TOP 10 TIPS

১. 'নির্বাণ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে– নি(উপসর্গ)+বাণ।
২. 'বাণ' শব্দটি বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়েছে- তৃষ্ণা বোঝাতে।
৩. 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ– নিভে যাওয়া।
৪. তৃষ্ণার ক্ষয়কে বলা হয়– নির্বাণ।
৫. জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ— জীবের জীবন।
৬. যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে বলে– নির্বাণ।
৭. তৃষ্ণার কারণে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে– দুঃখভোগ করে।
৮. তৃষ্ণার কারণে উৎপন্ন হয়– দুঃখ।
৯. যিনি তৃষ্ণামুক্ত হন তিনি সাক্ষাৎ করেন– নির্বাণ।
১০. মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা— নির্বাণ লাভ।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৩৫. 'নির্বাণ' শব্দটি কোন উপসর্গটি যোগে উৎপন্ন হয়েছে? (জ্ঞান)
ক বি খ নি
গ নির ঘ বর

৩৬. 'নি' উপসর্গটি নিচের কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক অভাব খ পরিত্রাণ
গ নিয়ম ঘ নিয়তী

৩৭. দুঃখ নির্মূল করার উপায় কী? (জ্ঞান)
ক অর্থলাভ খ নির্বাণ লাভ
গ স্রোতাপত্তি লাভ ঘ লোভ থেকে বিরত থাকে

★ চিহ্নিত প্রশ্নগুলো একাধিক স্কুলের নির্বাচনি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন।

৩৮. 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক নির্বাপিত হওয়া খ সুখলাভ করা
গ স্বর্গে গমন করা ঘ পরিভ্রমণ করা
উত্তর: ক

প্রদীপ জ্বালাতে তেল, মোম, সলতে ইত্যাদি উপাদান প্রয়োজন হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের উপাদানসমূহ ক্ষয় বা নিঃশেষ হলে প্রদীপ নির্বাপিত হয়। অনুরূপভাবে মানবজীবনের লোভ, দ্বেষ, মোহ, কামনা-বাসনা, রাগ-অনুরাগ, মায়া এসব তৃষ্ণাজাত প্রবৃত্তি বা উপাদান ক্ষয় করা হলে দুঃখের কারণ জন্মনিরোধ বা নির্বাণ লাভ সম্ভব।

৩৯. জীবের জীবন কোথায় আবদ্ধ? (জ্ঞান)
ক পরিবারের বন্ধনে খ মায়ার বাঁধনে
গ জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে ঘ অর্থের শৃঙ্খলে
উত্তর: গ

৪০. নির্বাণে কীসের নিরোধ হয়? (অনুধাবন)
ক জন্মের নিরোধ খ মৃত্যুর নিরোধ
গ জন্ম-মৃত্যুর নিরোধ ঘ সুখ-দুঃখের নিরোধ
উত্তর: গ

৪১. যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক নির্বাণ খ পারমী
গ শীল ঘ দান
উত্তর: ক

৪২. 'নির্বাণ' বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক তৃষ্ণার ক্ষয় খ পিপাসায় কাতর
গ চাহিদার মাত্রা ঘ স্থির মন
উত্তর: ক

৪৩. মানুষের দুঃখের কারণ কী? (জ্ঞান)
ক ক্ষুধা খ ব্যাধি
গ তৃষ্ণা ঘ জরা
উত্তর: গ

৪৪. মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করে যে কারণে— (অনুধাবন)
ক অধৈর্যের জন্য খ জীবনযাপনের বিশৃঙ্খলার জন্য
গ তৃষ্ণার জন্য ঘ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর জন্য
উত্তর: গ

৪৫. নিচের কোনটিকে পরম সুখ বলা হয়? (জ্ঞান)
ক নির্বাণ খ শীল
গ দান ঘ উপোসথ
উত্তর: ক

৪৬. মানবের তৃষ্ণাজাত উপাদান ক্ষয় বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক সুখ লাভ খ সমৃদ্ধি লাভ
গ নির্বাণ লাভ ঘ ধর্মদেশনালাভ
উত্তর: গ

৪৭. মানুষের সাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী? (জ্ঞান)
ক শীল পালন খ নির্বাণ লাভ
গ অর্হৎ লাভ ঘ স্রোতাপত্তি লাভ
উত্তর: খ

৪৮. বৌদ্ধধর্মাবলম্বিরা 'তৃষ্ণা' বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহার করবেন? (প্রয়োগ)
ক বাণ খ দান
গ পারমী ঘ উপোসথ
উত্তর: ক

৪৯. শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ ভিক্ষু সব রকম তৃষ্ণামুক্ত হতে পেরেছেন। এ ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
ক তিনি উপোসথ গ্রহণ করেছেন খ তিনি নির্বাণ লাভ করেছেন
গ তিনি পরিত্রাণ পেয়েছেন ঘ তিনি স্বর্গলাভ করেছেন
উত্তর: খ

৫০. শ্রদ্ধেয় কুলুং ছেয়াদ নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কীভাবে এ সুখ অর্জন করেছেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে খ বুদ্ধের মার্গ অনুসরণ করে
গ গভীর জঙ্গলে তপস্যা করে ঘ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে
উত্তর: খ

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৫১. দুঃখ বারবার আঘাত হানে যেখানে— (অনুধাবন)
i. জন্ম-মৃত্যু আছে ii. কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে
iii. অঢেল সম্পত্তির মোহ আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

৫২. বিপশ্বী বুদ্ধ একজন নির্বাণ সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি। তিনি হবেন— (প্রয়োগ)
i. তৃষ্ণামুক্ত
ii. সবরকম দুঃখমুক্ত
iii. অঢেল সম্পত্তির মালিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

৫৩. 'নির্বাণ পরম সুখ'-কথায় নির্বাণ হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত অবস্থা
ii. দুঃখমুক্ত অলৌকিক অবস্থা iii. কার্যকারণ প্রবাহ মুক্ত অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সূর্যের আলো যেমন রাতের অন্ধকার দূর করে সবদিক আলোকিত করে তেমনি গৌতম বুদ্ধের আবিষ্কৃত তত্ত্বটি যুগ যুগ ধরে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত করে আসছে। তাঁর এই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব পণ্ডিত ও দার্শনিক সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

৫৪. উদ্দীপকে কীসের ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ খ চতুরার্য সত্য
গ নির্বাণ ঘ মোক্ষ
উত্তর: গ

৫৫. একজন মানুষের পক্ষে উক্ত নির্বাণ লাভ সম্ভব হবে যদি সে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে পারে
ii. সংসারধর্ম ত্যাগ করতে পারে
iii. তৃষ্ণাজাত প্রবৃত্তি দমন করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

★★ পাঠ-২: নির্বাণের প্রকারভেদ ও বর্ণনা | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৯০

TOP 10 TIPS

১. সোপাদিসেস ও অনুপাদিসেস এই দুই ভাগে বিভক্ত– নির্বাণ।
২. ছয় বছরের কঠোর সাধনায় সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন– গৌতম বুদ্ধ।
৩. সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন– জীবিত অর্হৎ।
৪. বুদ্ধ অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন— ৮০ বছরে।
৫. পঞ্চস্কন্ধ বিনাশ করে নির্বাণদর্শী সত্ত্ব পান– অনুপাদিসেস নির্বাণ।
৬. অনুপাদিসেস নির্বাণে নির্বাণদর্শী সত্ত্ব নির্বাপিত হন– সম্পূর্ণভাবে।
৭. চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিত্তসন্ততির যে অবস্থা হয় তা— প্রতীতির অতীত।
৮. বুদ্ধের মতে পরিবর্তনশীলতা— দুঃখময়।
৯. দুঃখের উৎপত্তি হয়— তৃষ্ণা থেকে।
১০. উৎপত্তি বা বিলয় কোনোটিই নেই– নির্বাণের।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৫৬. নির্বাণ কত প্রকার? (জ্ঞান)
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ
উত্তর: ক

৫৭. বুদ্ধ কত বছর সাধনা করে নির্বাণ লাভ করেছেন? (জ্ঞান)
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয়
উত্তর: ঘ

৫৮. জীবিত বুদ্ধের নির্বাণ লাভকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক সোপাদিসেস নির্বাণ খ অনুপাদিসেস নির্বাণ
গ শান্তি নির্বাণ ঘ পরমা নির্বাণ
উত্তর: ক

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধকপুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন।

Tutor: পাঠ্যবইয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে রাখলে পঠিত বিষয়গুলো মনে রাখা সহজ হয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ লাইনের তথ্যসমূহ Top 10 Tips হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো।

৫৯. কত বছর বয়সে বুদ্ধ অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক ৭০ খ ৭৫
গ ৮০ ঘ ৮৫ গ

৬০. বুদ্ধের মতে পরিবর্তনশীলতা সবসময় কেমন হয়ে থাকে? (জ্ঞান)
ক সুখময় খ দুঃখময়
গ গতিময় ঘ মোহময় খ

৬১. দুঃখের উৎপত্তি কীভাবে? (জ্ঞান)
ক কান্না থেকে খ হাসি থেকে
গ পাওয়া থেকে ঘ তৃষ্ণা থেকে গ

৬২. নির্বাণ অনির্বচনীয়, তুলনাহীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)
ক নির্বাণ সাধনা খ নির্বাণ ক্লেশ
গ নির্বাণের স্বরূপ ঘ নির্বাণের গুহ্যতা গ

৬৩. কোনটি থেকে দুঃখের উৎপত্তি? (জ্ঞান)
ক ক্ষুধা খ ক্ষোভ
গ তৃষ্ণা ঘ লোভ গ

৬৪. নিব্বানং পরমং সুখং অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক নির্বাণ সকলের কাম্য খ নির্বাণ পরম সুখ
গ নির্বাণই ধর্ম ঘ নির্বাণ বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি ঘ

৬৫. নির্বাণের কী নেই? (জ্ঞান)
ক উৎপত্তি খ লয়
গ শেষ ঘ গতি গ

৬৬. উপালি স্থবির পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর নির্বাণকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক অনুপাদিসেস নির্বাণ খ সুখানিসেস নির্বাণ
গ সোপাদিসেস নির্বাণ ঘ পরমা নির্বাণ ক

৬৭. কীভাবে দুঃখময় সংসার চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? (অনুধাবন)
ক চিত্তকে সংযত করে খ অনিত্য সাধন করে
গ ধ্যান-তপস্যা করে ঘ সংসার ত্যাগী হয়ে ক

৬৮. অর্হৎ মোগক সেয়াদ যেভাবে সব দুঃখের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক নির্বাণ লাভের মাধ্যমে খ ধ্যানের মাধ্যমে
গ সংসার ত্যাগের মাধ্যমে ঘ সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে ক

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৬৯. পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো— (অনুধাবন)
i. রূপ
ii. বেদনা
iii. দুঃখ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৭০. নির্বাণের নিকটে অবস্থান করেন— (অনুধাবন)
i. প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি
ii. ধ্যানবান ব্যক্তি
iii. সম্পদশালী ব্যক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

৭১. বৌদ্ধধর্মকে আখ্যায়িত করা যায়— (অনুধাবন)
i. মুক্তির ধর্ম হিসেবে
ii. জ্ঞানীর ধর্ম হিসেবে
iii. শক্তির ধর্ম হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৭২. শ্রমণ আনন্দ চিত্তকে সংযত করতে চান। তাকে করতে হবে— (প্রয়োগ)
i. ব্রহ্মচার্য পালন
ii. ধ্যান সমাধির অনুশীলন
iii. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৭৩. গৌতম বুদ্ধ দ্বিবিধ নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে
ii. ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনা করে
iii. সংসারের মায়া ত্যাগ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৪ ও ৭৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্থবির আনন্দ প্রথম সঙ্গীতির আগমুহূর্তে যে নির্বাণ লাভ করেন, তার মাধ্যমে তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে তৃষ্ণামুক্ত হন। কিন্তু তাঁর জরা-ব্যাধি ও আনন্দ-বেদনায় রহিত হননি। যদিও এটা তার শেষ জন্মছিল।

৭৪. স্থবির আনন্দ যে ধরনের নির্বাণ লাভ করেছেন তার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে— (প্রয়োগ)
ক সোপাদিসেস খ অনুপাদিসেস
গ মার্গ ঘ আর্যসত্য লাভ ক

৭৫. স্থবির আনন্দের জরা, ব্যাধি, আনন্দ, বেদনা রহিত না হওয়ার যথার্থ কারণ হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জীবিত অবস্থা
ii. শেষ জন্ম
iii. নির্বাণ প্রত্যক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
জন্মজন্মান্তরে পারমী পূর্ণ করে শেষ জন্মে ছয় বছর কঠোর সাধনার মাধ্যমে গয়ার বোধিবৃক্ষ মূলে গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন। যিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন তিনি তৃষ্ণা মুক্ত হন।

৭৬. গয়ার বোধিবৃক্ষ মূলে গৌতম বুদ্ধ কোন নির্বাণ লাভ করেন? (প্রয়োগ)
ক সোপাদিসেস খ অনুপাদিসেস
গ লৌকিক ঘ লোকোত্তর গ

৭৭. গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে
ii. ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনা করে
iii. সংসারের মায়া ত্যাগ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

★★ পাঠ-৩: নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৯৩

TOP 10 TIPS

১. তৃষ্ণা থেকে উৎপত্তি ঘটেছে— দুঃখের।
২. মানবজন্ম দুর্লভ বলেছেন— বুদ্ধ।
৩. জগতে সুখ ও দুঃখ উভয় প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করে— মানুষ।
৪. তৃষ্ণার কারণ— অবিদ্যা।
৫. নির্বাণ সাধনায় রত ব্যক্তিকে সবসময় করতে হয়— কুশলকর্ম।
৬. অকুশল চেতনার বশবর্তী হয়ে মানুষ— অপকর্মে লিপ্ত হয়।
৭. বুদ্ধের মতে এ জগৎ— দুঃখময়।
৮. অক্লান্ত সাধনায় লোভ-দ্বেষ-মোহহীন হয়ে দূর করতে হয়— অবিদ্যা।
৯. জগতের সবার লক্ষ্য— দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া।
১০. বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত— নির্বাণ।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৮. তৃষ্ণার কারণ কী? (জ্ঞান)
ক লোভ খ কুসংস্কার
গ সম্পদ ঘ অবিদ্যা ঘ

৭৯. অবিদ্যার কারণে কী সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান)
ক তৃষ্ণা খ কুসংস্কার
গ সম্পদ ঘ অবিদ্যা **ঘ**

অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কারণে মানুষ অকুশল চেতনার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়। এতে অজ্ঞানী মানুষ নিজের ক্ষতি যেমন করে তেমন অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে সংসার ও জগতে শান্তি বিঘ্নিত হয়। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা তৃষ্ণার জন্ম দেয়। তৃষ্ণা জন্ম দেয় দুঃখের।

৮০. নির্বাণ সাধনায় রত ব্যক্তিকে সবসময় কী করতে হয়? (জ্ঞান)
ক তৃষ্ণা খ কুসংস্কার চর্চা
গ কুশলকর্ম ঘ অকুশলকর্ম **গ**

৮১. অক্লান্ত সাধনায় লোভ-দ্বেষ-মোহহীন হয়ে কী দূর করতে হয়? (জ্ঞান)
ক আর্যজ্ঞান খ সম্যকবিদ্যা
গ সমথভাবনা ঘ অবিদ্যা **ঘ**

৮২. সবার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? (জ্ঞান)
ক দুঃখ থেকে মুক্তি খ পাপ থেকে মুক্তি
গ তৃষ্ণা থেকে মুক্তি ঘ পুনরায় জন্ম নেওয়া **ক**

৮৩. মানব জন্ম দুর্লভ কেন? (অনুধাবন)
ক মানুষের সম্পদ আছে তাই খ মানুষের বিবেক আছে তাই
গ মানুষের কামনা আছে তাই ঘ মানুষের সৌন্দর্য আছে তাই **খ**

৮৪. মানুষ কীভাবে অপকর্মে লিপ্ত হয়? (অনুধাবন)
ক অকুশল চেতনার বশবর্তী হয়ে
খ চেতনাহীন হয়ে
গ ধর্মান্ধ হয়ে
ঘ স্বাধীন চেতনার বশবর্তী হয়ে **ক**

৮৫. মানুষের নির্বাণ সাধনা করা উচিত কেন? (অনুধাবন)
ক নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক বলে
খ বৌদ্ধধর্মের বিকাশ সাধনে
গ বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে
ঘ মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মে সহায়ক বলে **ক**

৮৬. বুদ্ধের মতে এ জগৎ কেমন? (জ্ঞান)
ক সুখময় খ মোহময়
গ দুঃখময় ঘ কল্যাণময় **গ**

৮৭. বুদ্ধের মতে মানবজন্ম কেমন? (জ্ঞান)
ক সহজ খ আধ্যাত্মিক
গ দুর্লভ ঘ নমনীয় **গ**

৮৮. ছন্দক মামরা একজন বৌদ্ধ। তার জীবনের পরম লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কুশলকর্ম করা খ নির্বাণ লাভ করা
গ প্রাণী হত্যা না করা ঘ ভিক্ষুদের সেবা করা **খ**

৮৯. ভন্তে শুদ্ধানন্দ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি কী উপলব্ধি করবেন? (প্রয়োগ)
ক জগৎ আনন্দময় খ জগৎ দুঃখময়
গ পরিশ্রম সুখ আনে ঘ বুদ্ধি আনে সাফল্য **খ**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৯০. চিত্তকে সংযত রাখা যায়– (অনুধাবন)
i. মার্গ সাধনা করে
ii. ব্রহ্মচর্য পালন করে
iii. ধ্যান-সমাধি অনুশীলন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯১. নির্বাণ লাভ করতে প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. কঠোর অনুশীলন
ii. ধ্যান ধারণা
iii. দান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯২. স্রোতস্বিনী দেবী কঠোর সাধনা দ্বারা নির্বাণ লাভ করেছেন। এর ফলে তিনি– (প্রয়োগ)
i. সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হবেন
ii. লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত হবেন
iii. পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নিতে অক্ষম হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯৩. যতীন দেব নিজের মধ্যকার অবিদ্যা দূর করতে চান। এ জন্য তার করণীয়– (প্রয়োগ)
i. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন
ii. অক্লান্ত ধ্যান-সাধনা
iii. দান পারমী সম্পাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯৪. গৌতম বুদ্ধের মানব জন্মকে দুর্লভ বলার কারণ হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানুষের কুশলকর্ম করার অনুভূতি রয়েছে
ii. মানুষের ভালো-মন্দ বিচার ক্ষমতা রয়েছে
iii. মানুষের সৌন্দর্য ও স্বাধীনতা রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৫ ও ৯৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রদ্ধেয় শাসনরক্ষিত ভিক্ষু দীর্ঘকাল ধরে ধর্ম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। বুদ্ধের নির্দেশিত বাণী প্রচারই তার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। তিনি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং ধ্যান-সমাধি পালন করে নিজেকে বুদ্ধের এক যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

৯৫. শ্রদ্ধেয় শাসনরক্ষিত ভিক্ষু বুদ্ধ নির্দেশিত কোন সাধনার চর্চা করছেন? (প্রয়োগ)
ক নির্বাণ সাধনা খ আর্য সাধনা
গ তন্ত্র সাধনা ঘ মন্ত্র সাধনা **খ**

৯৬. উক্ত সাধনায় সফলতা পেতে হলে শ্রদ্ধেয় শাসনরক্ষিত ভিক্ষুকে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কামনা বাসনা ত্যাগ করতে হবে
ii. চিত্তকে সংযত করতে হবে
iii. দানের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৭ ও ৯৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রদ্ধেয় শরণংকর ভিক্ষু সবসময় অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকেন। তিনি চারি আর্যসত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করে দুঃখের কারণ তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করেন।

৯৭. অনুচ্ছেদের শ্রদ্ধেয় শরণংকর ভিক্ষু কোন সাধনায় রত? (প্রয়োগ)
ক সন্ন্যাস খ বৈরাগ্য
গ যাদুবিদ্যা ঘ নির্বাণ **ঘ**

৯৮. উক্ত সাধনায় শ্রদ্ধেয় শরণংকর ভিক্ষুর– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নৈতিক গুণাবলি বিকশিত হবে
ii. মৈত্রীভাব উৎপন্ন হবে
iii. মানবিক গুণাবলি বিকশিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

Tutor অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য মোবাইলে POLE অ্যাপটি ব্যবহার করো। এখানে তুমি প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে পারবে উত্তরের সঠিকতা।
POLE Parents Online Exam

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

■ ২৮টি প্রশ্ন ও উত্তর

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন হতে পারে, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

প্রশ্ন-১. নির্বাণ শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর: 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'নিবৃত্তি' বা তৃষ্ণার ক্ষয়। 'নি' উপসর্গের সাথে 'বাণ' শব্দটি যুক্ত হয়ে 'নির্বাণ' শব্দটির বুৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং, নির্বাণ বলতে সর্বতৃষ্ণার অবসানকে বোঝায়।

প্রশ্ন-২. অনুপাদিসেস নির্বাণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে 'অনুপাদিসেস নির্বাণ বলে। অর্থাৎ শারীরিক ধাতু বা পঞ্চস্কন্ধসমূহ ত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুর নিরোধ অবস্থাই অনুপাদিসেস নির্বাণ। বুদ্ধ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচারে কুশীনগরের যমক শাল বৃক্ষের নিচে অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন।

প্রশ্ন-৩. সোপাদিসেস নির্বাণ-এর বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: সোপাদিসেস নির্বাণ হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধের বিদ্যমান অবস্থায় তৃষ্ণাক্ষয় করে মুক্ত পুরুষ হয়ে অবস্থান করা। সুতরাং সোপাদিসেস নির্বাণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা—

ক. পঞ্চস্কন্ধের বিদ্যমান থাকবে।
খ. পঞ্চস্কন্ধের বিদ্যমান মুক্তিলাভ।
গ. তৃষ্ণাক্ষয়ে আনন্দে অবস্থান করা।
ঘ. জীবিত অবস্থায় জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর নিরোধ করা।
ঙ. আনন্দ, বেদনা রহিত হওয়া।
চ. চতুরার্য সত্য উপলব্ধিতে সম্যক মার্গে গমন।
ছ. এ জ্ঞানলাভে শেষ জন্ম।

উদাহরণস্বরূপ আমরা বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভের সময়কে উল্লেখ করতে পারি। বুদ্ধ জ্ঞানলাভের পরই সোপাদিসেস নির্বাণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪. 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

উত্তর: 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নির্বাণ অনির্বচনীয়, তুলনাবিহীন, স্থান-কাল-পাত্র, যুক্তি প্রমাণ কিংবা উপমা দ্বারা নির্বাণ প্রকাশযোগ্য নয়। তবে নির্বাণ সুখদায়ক।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে

এনসিটিবি প্রদত্ত নতুন প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী এ প্রশ্নোত্তরগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক এ প্রশ্নগুলোকে টপিকভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং টু-দ্য-পয়েন্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে ২×১০ = ২০ নম্বর নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে তুমি।

■ নির্বাণ

প্রশ্ন-৫. বৌদ্ধ পরিভাষায় এক উপলব্ধিজাত অলৌকিক অবস্থা রয়েছে যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। এই অলৌকিক অবস্থাটি কী?

উত্তর: প্রশ্নোল্লিখিত অলৌকিক অবস্থাটি হলো নির্বাণ। জীবের জীবন জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং কার্যকারণ সম্বন্ধসঞ্জাত। আর যেখানে জন্ম-মৃত্যু বা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে সেখানে দুঃখ বার বার আঘাত হানে। নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রুদ্ধ এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা। নির্বাণ এক অলৌকিক অবস্থা, যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

প্রশ্ন-৬. 'নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত'। এ আকাঙ্ক্ষার কারণ কী?

উত্তর: নির্বাণ কারণসম্ভূত নয় বিধায় অবিনশ্বর। নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। ফলে দুঃখও ভোগ করতে হয় না। তাই বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ।

প্রশ্ন-৭. নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ আবিষ্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। এর গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর: তথাগত বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের মনের কালিমা দূর করে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে আসছে। অসংখ্য মানুষের তৃষ্ণা নির্বাপিত করে দুঃখ নিবৃত্তি করে আসছে। অতএব বলা যায়, নির্বাণের গুরুত্ব অপরিসীম।

■ নির্বাণের ধারণা

প্রশ্ন-৮. 'নির্বাণ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: নির্বাণ শব্দের অর্থ 'নির্বাপিত হওয়া'। 'নি' উপসর্গের সঙ্গে 'বাণ' শব্দটি যুক্ত হয়ে 'নির্বাণ' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। 'নি' উপসর্গটি অভাব, নাই, ক্ষয়, শেষ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বাণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ধনুকের তীর। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তৃষ্ণা বোঝাতে 'বাণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অতএব, 'নির্বাণ' বলতে তৃষ্ণার ক্ষয় বোঝায়।

প্রশ্ন-৯. নির্বাণ সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থা নিরূপণ করো।

উত্তর: যিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন তিনি তৃষ্ণামুক্ত হন। তাঁর তৃষ্ণাজাত রাগ-দ্বেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়। ফলে তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হন।

প্রশ্ন-১০. বুদ্ধ বলেছেন, 'নিব্বাণং পরমং সুখং'। তাঁর এ মন্তব্যের মর্মার্থ কী?

উত্তর: যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে তৃষ্ণার ক্ষয় হয়, রাগ-দ্বেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ বা কার্যকারণ নিরুদ্ধ হয় এবং সর্ব প্রকার দুঃখের নিরোধ হয় তারই নাম নির্বাণ। সংক্ষেপে, যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে 'নির্বাণ' বলে। তাই বলা হয়, 'নিব্বাণং পরমং সুখং' অর্থাৎ 'নির্বাণ পরম সুখ'।

প্রশ্ন-১১. 'বিঞ্ঞানসৃস নিরোধের তণহাক্খয় বিমুত্তিনো, পজ্জোতসৃসেব নিব্বাণং বিমোক্খ ইতি চেতসো।' গাথাটির বাংলা অনুবাদ কী?

উত্তর: প্রশ্নোল্লিখিত গাথাটির বাংলা অনুবাদ— 'জ্বলন্ত আগুন নিভে যাওয়ার মতো তৃষ্ণা ক্ষয় পায়। বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধের সাথে সাথে তাঁর চিত্ত মোক্ষবোধ (বা মুক্তি) লাভ করে। এতে সেই বিমুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয়।'

প্রশ্ন-১২. প্রদীপ প্রজ্বলনের উপাদানসমূহ ক্ষয় বা নিঃশেষ হলে প্রদীপ নির্বাপিত হবে। এ বিষয়টি কীসের উদাহরণ?

উত্তর: বিষয়টি নির্বাণের উদাহরণ। মানবজীবনকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা যায়। লোভ, দ্বেষ, মোহ, কামনা-বাসনা, রাগ-অনুরাগ, মায়া এসব তৃষ্ণাজাত প্রবৃত্তির কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে। এসমস্ত উপাদান ক্ষয় করা হলে দুঃখের কারণ জন্মনিরোধ বা নির্বাণ লাভ সম্ভব।

■ নির্বাণের প্রকারভেদ ও বর্ণনা

প্রশ্ন-১৩. সোপাদিসেস নির্বাণ সম্পর্কে কী জানো?

উত্তর: রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধকপুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন।

প্রশ্ন-১৪. অনুপাদিসেস নির্বাণলাভী আর জন্মগ্রহণ করেন না কেন?

উত্তর: নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে বলে অনুপাদিসেস নির্বাণ। এ নির্বাণ হলো সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হওয়া। এ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় প্রজ্বলিত হবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না।

প্রশ্ন-১৫. অনুপাদিসেস নির্বাণের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ প্রবাহের অবসান হয়। এ অবসান প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটে?

উত্তর: অনুপাদিসেস নির্বাণলোভী সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই, এ অবস্থা বর্ণনাতীত। এতে সুখ-দুঃখের উপশম হয়। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। অনন্ত সংসার প্রবাহের এখানেই অবসান ঘটে।

প্রশ্ন-১৬. বুদ্ধ বলেছেন, 'সংসার অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম'। তিনি এ কথা কেন বলেছেন?

উত্তর: পরিবর্তনশীলতা কখনো সুখকর নয়, বরং দুঃখময়। মানুষের দেহ ও মন কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সেজন্য আত্মার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, 'সংসার অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম।'

প্রশ্ন-১৭. বৌদ্ধধর্ম সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ 'মিলিন্দ প্রশ্ন'। নির্বাণের স্বরূপ সম্পর্কে এ গ্রন্থে কী উল্লেখ আছে?

উত্তর: নির্বাণের স্বরূপ সম্পর্কে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নির্বাণ অনির্বচনীয়, তুলনাবিহীন। স্থান-কাল-পাত্র, যুক্তি, প্রমাণ, কিংবা উপমা দ্বারা নির্বাণ প্রকাশযোগ্য নয়। নির্বাণ শান্ত সুখদায়ক।

প্রশ্ন-১৮. মজ্ঝিম নিকায়ের 'অরিয়পরিয়েসন' সূত্রে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ করে নির্বাণ সম্পর্কে ধর্মদেশনা করেছেন। তাঁর এ ধর্মদেশনাটি লেখো।

উত্তর: "আমি স্বয়ং জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক ইত্যাদির পরিণতি উপলব্ধি করেছি। এগুলো থেকে অজন্ম, অব্যাধি, অমৃত্যু, অশোক (শোকহীনতা), অক্লেশ ইত্যাদি জেনে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছি।"

প্রশ্ন-১৯. বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে, নির্বাণে পরমানন্দ লাভ হয়। এটিকে কেন শান্ত এবং শাশ্বত বলা হয়েছে?

উত্তর: বিশ্বের সকল বস্তু সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে দু'রকম। যেসব বস্তুর কার্যকারণ আছে ও পরিবর্তনশীল তা সংস্কৃত। যেসব বস্তুর হেতু বা কার্যকারণ নেই তা হলো অসংস্কৃত, নির্বাণও অসংস্কৃত, অর্থাৎ কার্যকারণরহিত। এর পরিবর্তন নেই। তাই নির্বাণকে শান্ত এবং শাশ্বত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-২০. ধ্যানী ও বিজ্ঞ পুরুষ নির্বাণলাভের জন্য নিরলস সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁদের সাধনার প্রকৃতি বা স্বরূপ কী?

উত্তর: নির্বাণ কারণহীন। এর উৎপত্তি বা বিলয় কোনোটিই নেই। নির্বাণ ধ্রুব, নির্বাণ পরম সুখকর। এজন্য যা কিছু দৃষ্টিগোচর বা অদৃশ্য অথবা কল্পনা-বহির্ভূত তাদের মধ্যে নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের সাধনার মধ্যে এর চেয়ে উত্তম কাম্য আর কিছুই নেই। আর এ কারণেই ধ্যানী ও বিজ্ঞ পুরুষ নির্বাণলাভের জন্য নিরলস সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

প্রশ্ন-২১. 'বৌদ্ধ ধর্ম যুক্তির ধর্ম, জ্ঞানের ধর্ম এবং জ্ঞানীর ধর্ম'। এ মন্তব্যের আলোকে নির্বাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর গুণাগুণ সম্পূর্ণরূপে জানতে হয়। বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সংস্কারসমূহ বিনাশ করতে হয়। বস্তুগুণাগুণ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলে তবেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। প্রজ্ঞা ও ধ্যান ছাড়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়।

■ নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন-২২. জন্ম-মৃত্যু-দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা হলো নির্বাণ। এর সাধনার প্রয়োজনীয়তা লেখো।

উত্তর: লোভ, দ্বেষ, কামনা, বাসনার কারণে সৃষ্ট অকুশল কর্ম থেকে বিরত হয়ে কুশল কর্মের মাধ্যমে শান্তিময় জগৎ নির্মাণ এবং জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুঃখময় জীবনপ্রবাহ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন-২৩. জগৎ দুঃখময়। দুঃখের কারণ তৃষ্ণা। আর তৃষ্ণার কারণ অবিদ্যা। শেষোক্ত কারণটির ফলে জগৎ সংসারে কী ঘটে?

উত্তর: শেষোক্ত কারণ তথা অবিদ্যার কারণে মানুষ অকুশল চেতনার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়। এতে অজ্ঞানী মানুষ নিজের ক্ষতি যেমন করে অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে সংসার ও জগতে শান্তি বিঘ্নিত হয়।

প্রশ্ন-২৪. তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয়, যার মূল কারণ অবিদ্যা। এই চক্র থেকে মুক্তি লাভের জন্য কী কী কর্ম সম্পাদন করতে হয়?

উত্তর: নির্বাণ সাধনায় রত ব্যক্তিকে সবসময় কুশল কর্ম করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করে দুঃখের কারণ তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়। অক্লান্ত সাধনায় লোভ-দ্বেষ-মোহহীন হয়ে অবিদ্যা দূর করতে হয়।

প্রশ্ন-২৫. জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জনের দিক দিয়ে দেবতা, প্রেত, পশু-পাখি এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে কী কী পার্থক্য বিদ্যমান?

উত্তর: দেবতারা শুধু সুখ ভোগ করে। প্রেতরা শুধু দুঃখ ভোগ করে। পশু-পাখিরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। একমাত্র মানুষই এ-জগতে দুঃখ এবং সুখ উভয় প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

প্রশ্ন-২৬. ইতর প্রাণীর জীবন ধারণ কষ্টকর ও অনিশ্চিত। এরূপ জীবন হতে মুক্তিলাভে কী করা উচিত?

উত্তর: মানুষ অপেক্ষা ইতর প্রাণীর জীবনধারণ কষ্টকর ও অনিশ্চিত, অকুশল কর্ম করলে ইতর প্রাণীরূপে জন্ম নিতে হবে। নির্বাণ লাভের ইচ্ছা ও চেতনা মনে জাগ্রত করে কুশলকর্ম সম্পাদন করলে ইতর কুলে জন্মের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। এজন্য 'নির্বাণ' সাধনা করা উচিত।

প্রশ্ন-২৭. নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত। এই আকাঙ্ক্ষিত পথে কীভাবে প্রবেশ করা যায়?

উত্তর: পরম সুখ নির্বাণ লাভের জন্য জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী কুশল কর্ম করে পুণ্যফল অর্জন করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে হয়। অনুসরণ করতে হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে নির্বাণের পথে প্রবেশ সম্ভব।

প্রশ্ন-২৮. দুঃখময় জগতে দুঃখের কারণ তৃষ্ণা। এই কারণ থেকে মুক্তি লাভ করা সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত কেন?

উত্তর: তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার ফলেই বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম নিলেই জরা, ব্যাধি, প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, মৃত্যু ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়। এজন্যে তৃষ্ণা থেকে মুক্তি লাভ করা সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

■ ২৫টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ■ ১২টি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর SURE 15 পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor পরীক্ষায় জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ৩×৫ = ১৫ নম্বর সরাসরি কমন পাওয়া সম্ভব। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে পাঠ্যবইয়ের টপিক ও পৃষ্ঠার সূত্র উল্লেখ করে অধ্যায়টির সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর। এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ১০০% কমন পাবে তুমি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ নির্বাণের ধারণা

প্রশ্ন-১. বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য কী? *[সকল বোর্ড-২০১৮]* *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৮।*
উত্তর: বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য নির্বাণ।

প্রশ্ন-২. নির্বাণতত্ত্ব কে আবিষ্কার করেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৮।*
উত্তর: তথাগত বুদ্ধ।

প্রশ্ন-৩. নির্বাণ কাকে বলে? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।*
উত্তর: যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে সবরকম দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হয় তাকে নির্বাণ বলে।

প্রশ্ন-৪. নির্বাণ কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।*
উত্তর: সকল দুঃখের অন্ত সাধন অবস্থা।

প্রশ্ন-৫. 'বাণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।*
উত্তর: ধনুকের তীর।

প্রশ্ন-৬. নিব্বানং পরমং সুখং-এর বাংলা অর্থ কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।*
উত্তর: নিব্বানং পরমং সুখং-এর বাংলা অর্থ হলো নির্বাণ পরম সুখ।

প্রশ্ন-৭. নির্বাণে কীসের নিরোধ হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।*
উত্তর: নির্বাণে সবরকম দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হয়।

■ নির্বাণের প্রকারভেদ ও বর্ণনা

প্রশ্ন-৮. পঞ্চস্কন্ধ কাকে বলে? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯। [চ. বো. '২৪]*
উত্তর: রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন-৯. পঞ্চস্কন্ধের উপাদানসমূহ লেখ। *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।* *[ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]*
উত্তর: পঞ্চস্কন্ধের উপাদানসমূহ হলো— রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।

প্রশ্ন-১০. নির্বাণ কত প্রকার? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।*
উত্তর: নির্বাণ দুই প্রকার।

প্রশ্ন-১১. কয়টি উপাদানকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।*
উত্তর: পাঁচটি।

প্রশ্ন-১২. কে সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।*
উত্তর: জীবিত অর্হৎ।

প্রশ্ন-১৩. গৌতম বুদ্ধ যে নির্বাণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার নাম কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।*
উত্তর: সোপাদিসেস নির্বাণ।

প্রশ্ন-১৪. কে তৃষ্ণামুক্ত হন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০। [দি. বো. '২১]*
উত্তর: নির্বান সাক্ষাতকারী জীবিত অর্হৎ তৃষ্ণামুক্ত হন।

প্রশ্ন-১৫. গৌতম বুদ্ধ কত বছর ধর্ম প্রচার করেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১।*
উত্তর: পঁয়তাল্লিশ বছর।

প্রশ্ন-১৬. কোথায় গৌতম বুদ্ধ অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছিলেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১।*
উত্তর: কুশীনগরের যমক শাল বৃক্ষের নিচে।

প্রশ্ন-১৭. কত বছর বয়সে বুদ্ধ অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১।*
উত্তর: আশি বছর বয়সে।

প্রশ্ন-১৮. চিত্ত সংযমের প্রধান উপায় কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১। [দি. বো. '২১]*
উত্তর: চিত্ত সংযমের প্রধান উপায় হলো বুদ্ধের নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, ব্রহ্মচর্য পালন এবং ধ্যান-সমাধির অনুশীলন করা।

■ নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন-১৯. তৃষ্ণা থেকে কী উৎপত্তি হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।*
উত্তর: তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন-২০. তৃষ্ণার কারণ কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।*
উত্তর: অবিদ্যা।

প্রশ্ন-২১. তৃষ্ণার বিনাশে কী হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।*
উত্তর: দুঃখের বিনাশ হয়।

প্রশ্ন-২২. নির্বাণ লাভ করলে কী ক্ষয় হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।*
উত্তর: নির্বাণ লাভ করলে তৃষ্ণার ক্ষয় হয়।

প্রশ্ন-২৩. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা কীসের উপায়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।*
উত্তর: বুদ্ধের নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা হলো চিত্ত সংযমের উপায়।

প্রশ্ন-২৪. তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কী করতে হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।*
উত্তর: আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়।

প্রশ্ন-২৫. কার পক্ষে নির্বাণ লাভ সম্ভব? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।*
উত্তর: মানুষের পক্ষে নির্বাণ লাভ সম্ভব।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ নির্বাণের ধারণা

প্রশ্ন-১. নির্বাণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।*

উত্তর: বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ যা তথাগত বুদ্ধ আবিষ্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রুদ্ধ এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা। নির্বাণ এমন এক অলৌকিক অবস্থা যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন অর্থাৎ লোকোত্তর অভিজ্ঞতা।

প্রশ্ন-২. 'নির্বাণ' শব্দের ধারণা দাও। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯।*

উত্তর: 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ 'নির্বাপিত হওয়া'। 'নি' উপসর্গের সঙ্গে 'বাণ' শব্দটি যুক্ত হয়ে 'নির্বাণ' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। 'নি' উপসর্গটি অভাব নাই, ক্ষয়, শেষ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় আর 'বাণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ধনুকের তীর। বৌদ্ধশাস্ত্রে তৃষ্ণা বুঝাতে 'বাণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অতএব 'নির্বাণ' বলতে তৃষ্ণার ক্ষয় বোঝায়।

প্রশ্ন-৩. "নির্বাণ পরম সুখ"— ব্যাখ্যা করো।
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯। [ঢাকা বোর্ড '২৪]

উত্তর: যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে নির্বাণ বলে। তাই বলা হয়, নির্বাণ পরম সুখ।

বিশ্বের সকল বস্তু সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে দুরকম। যেসব বস্তুর কার্যকারণ আছে ও পরিবর্তনশীল তা সংস্কৃত। যেসব বস্তুর কার্যকারণ নেই তা হলো অসংস্কৃত, নির্বাণও অসংস্কৃত অর্থাৎ কার্যকারণ রহিত। এর পরিবর্তন নেই তাই নির্বাণ শান্ত এবং শাশ্বত। সকল পার্থিব বস্তুর অস্থায়িত্ব বা পরিবর্তনশীলতা দুঃখময়। কিন্তু নির্বাণের আনন্দের স্থায়িত্ব অবিনশ্বর। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, 'নির্বাণ পরম সুখ'।

প্রশ্ন-৪. নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না কেন?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।

উত্তর: নির্বাণ লাভে মানুষ তৃষ্ণামুক্ত হয়, তার জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরুদ্ধ হয় বলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয়না।

নির্বাণ হলো জ্বলন্ত আগুন নিভে যাওয়ার মতো তৃষ্ণা ক্ষয় হওয়া। বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধের সাথে সাথে তাঁর চিত্ত মোক্ষবোধ বা মুক্তিলাভ করে। তাই সেই বিমুক্ত মহাপুরুষের পুনর্জন্ম নিরোধ হয় অর্থাৎ নির্বাণ লাভে পুনর্জন্ম নিরোধ হয়।

■ নির্বাণের প্রকারভেদ ও বর্ণনা

প্রশ্ন-৫. সোপাদিসেস নির্বাণ বলতে কী বোঝায়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯০।*

উত্তর: রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদনকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধকপুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ।

প্রশ্ন-৬. অনুপাদিসেস নির্বাণ বলতে কী বোঝায়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১।*

উত্তর: নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে 'অনুপাদিসেস নির্বাণ' বলে। অর্থাৎ শারীরিক ধাতু বা পঞ্চস্কন্ধসমূহ ত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুর নিরোধ অবস্থাই অনুপাদিসেস নির্বাণ। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন। তারপর ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরের যমকশাল বৃক্ষের নিচে অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন-৭. ধর্মপদ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯১।*

উত্তর: ধর্মপদ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে — আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুটঠি পরমং ধনং, বিস্সাস পরমাঞাতি, নিব্বানং পরমং সুখং। অর্থাৎ আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ।

প্রশ্ন-৮. নির্বাণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ১৯]*
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯২।

উত্তর: নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রুদ্ধ এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা। তাই নির্বাণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়।

নির্বাণ এক অলৌকিক অবস্থা, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নির্বাণ কারণসম্ভূত নয় বিধায় অবিনশ্বর। নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। যার ফলে আর দুঃখও ভোগ করতে হয় না। বুদ্ধ আবিষ্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হচ্ছে নির্বাণ। তাই বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ।

■ নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন-৯. মানুষ কেন অপকর্মে লিপ্ত হয়? ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।*

উত্তর: মানুষ অপকর্মে লিপ্ত হয় তৃষ্ণার কারণে। আমাদের মনে রাগ, ঈর্ষা, মোহ, লোভ ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা। এই ক্ষতিকর প্রবৃত্তিগুলোই মানুষকে অপকর্মে লিপ্ত করে।

প্রশ্ন-১০. নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড-২০১৮]*
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।

উত্তর: দুঃখপূর্ণ জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন।

নির্বাণ পরম সুখ। মানুষ এই পরম সুখ পেতে হলে তৃষ্ণার ক্ষয় করে সুখ পেতে হয়। অকুশল কর্ম থেকে বিরত থেকে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন-১১. আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয় কেন? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।*

উত্তর: নির্বাণ লাভের জন্য আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে নির্বাণের পথে প্রবেশ সম্ভব তাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে সৎপথে চলতে নির্দেশনা দেয়। এই মার্গ অনুসরণ করেই নির্বাণ লাভ করা যায়।

প্রশ্ন-১২. বৌদ্ধদের নির্বাণ সাধনা করা উচিত কেন? ব্যাখ্যা করো।
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩।

উত্তর: জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে থেকে মুক্ত থাকার জন্য বৌদ্ধদের নির্বাণ সাধনা করা উচিত।

আমাদের জীবন জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যেখানে জন্ম-মৃত্যু বা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে সেখানে বার বার দুঃখ আঘাত হানে। জগতে মানুষের পক্ষেই ভালো কাজ করা সম্ভব। মানুষের থেকে ইতর প্রাণীর জীবনধারণ কষ্টকর ও অনিশ্চিত। খারাপ কাজ করলে ইতর প্রাণীরূপে জন্ম নিতে হয়। নির্বাণ লাভের ইচ্ছা ও চেতনা মনে জাগ্রত করে ভালো কাজ করলে ইতরকুলে জন্মের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রুদ্ধ এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা। এ জন্য বৌদ্ধদের 'নির্বাণ' সাধনা করা উচিত।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১৬টি সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন ■ ২টি অনুশীলনীর প্রশ্ন ■ ৮টি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন
■ ২টি শীর্ষস্থানীয় স্কুলের প্রশ্ন ■ ৩টি মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ■ ১টি সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। নতুন পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের নমুনা দেখে নাও তুমি। এর মাধ্যমে পরীক্ষায় সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন কেমন হতে পারে ও উত্তর কীভাবে লিখতে হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ১ অনিল বিকাশ চাকমা একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। গৃহীজীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক পড়ে বুদ্ধের সুত্র, বিনয় ও ধর্মনীতি বিষয়ে বিশদভাবে বুঝতে পারলেন। তাই তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করে বিহারে ভন্তের নিকট প্রব্রজিত হলেন। প্রথমে তিনি ধর্ম প্রত্যক্ষ করে তৃষ্ণার ক্ষয়, রাগ-দ্বেষ-মোহ নির্বাপিত করা; জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করেন। শ্রমণ থেকে ভিক্ষুত্বে উপনীত হয়ে তিনি ত্রিপিটক গ্রন্থের জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধের 'নিব্বানং পরমং সুখং'— এই বাণীটি বুঝতে সক্ষম হলেন।

ক. তৃষ্ণা থেকে কী উৎপত্তি হয়? ১
খ. আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অনিল চাকমা শ্রমণ অবস্থায় বুদ্ধের কোন তত্ত্ব বুঝতে পারলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ভিক্ষুত্ব লাভের পর অনিল চাকমার অর্জিত শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

◀ *শিখনফল-১*

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয়।

খ নির্বাণ লাভের জন্য আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে নির্বাণের পথে প্রবেশ সম্ভব তাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে সৎপথে চলতে নির্দেশনা দেয়। অকুশল কর্ম করা হতে বিরত রাখে। এই মার্গ অনুসরণ করেই নির্বাণ লাভ করা যায়।

গ অনিল চাকমা শ্রমণ অবস্থায় বুদ্ধের নির্বাণ তত্ত্ব বুঝতে পারলেন। নির্বাণ শব্দের অর্থ 'নির্বাপিত হওয়া।' 'নি' উপসর্গের সঙ্গে 'বাণ' শব্দটি যুক্ত হয়ে 'নির্বাণ' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। 'নি' উপসর্গটি অভাব, নাই, ক্ষয়, শেষ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বাণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ধনুকের তীর এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে তৃষ্ণা বোঝাতে 'বাণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অতএব, 'নির্বাণ' বলতে তৃষ্ণার ক্ষয় বোঝায়। আমাদের মনে রাগ, ঈর্ষা, মোহ, লোভ ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা বা কামনা। তৃষ্ণার কারণেই মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করে। যিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন তিনি তৃষ্ণামুক্ত হন। তাঁর তৃষ্ণাজাত রাগ-দ্বেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়। যার ফলে তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হন।

উদ্দীপকের অনিল বিকাশ চাকমা সংসারের মায়া ত্যাগ করে বিহারের ভন্তের নিকট প্রব্রজিত হয়ে তৃষ্ণার ক্ষয়, রাগ-দ্বেষ-মোহ নির্বাপিত করা, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করেন, যা নির্বাণ তত্ত্বের অন্তর্গত। শ্রমণ থেকে তিনি ভিক্ষুতে উপনীত হয়ে ত্রিপিটক গ্রন্থের জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধের নিব্বাণং পরমং সুখং এই বাণীটি বুঝতে সক্ষম হন। তাই বলা যায়, অনিল চাকমা শ্রমণ অবস্থায় বুদ্ধের নির্বাণ তত্ত্ব বুঝতে পারলেন।

ঘ ভিক্ষুত্ব লাভের পর অনিল চাকমার অর্জিত শিক্ষা হলো, 'নিব্বানং পরমং সুখং' অর্থাৎ 'নির্বাণ পরম সুখ'।

নির্বাণ এক লোকোত্তর অভিজ্ঞতা। সাধারণ উপলব্ধি বা ভাষা দিয়ে নির্বাণের প্রাপ্তি পরম সুখ বুঝতে পারা সম্ভব নয়। ধরা যাক কোনো ব্যক্তি জীবনে কখনো 'মিষ্টি' খায়নি। তাকে 'মিষ্টি'র স্বাদ কি শুধু বর্ণনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব? অনুরূপভাবে নির্বাণ-এর প্রকৃত অবস্থা সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন। যেমন- কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজ চেষ্টায় হিমালয় পর্বতে আরোহণ করা সম্ভব কিন্তু হিমালয় পর্বত নিয়ে এসে অন্যদের দেখানো অসম্ভব। একইভাবে সাধনার দ্বারা বুদ্ধ নির্দেশিত মার্গ অনুসরণ করে পরম প্রাপ্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ সম্ভব কিন্তু এর অনির্বচনীয় স্বাদ সাধারণকে বোঝানো সম্ভব নয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, ন্যূনপক্ষে স্রোতাপত্তি ফল অর্জন না করলে নির্বাণের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না।

নির্বাণ সহজবোধ্য না হলেও বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায় প্রদর্শন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে শিষ্যদের ধর্ম দেশনার মাধ্যমে তিনি নির্বাণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন,
বিঞ্ঞানস্স নিরোধের তণহাক্খয় বিমুত্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নিব্বাণং বিমোক্খ হোতি চেতসো।

অর্থাৎ জ্বলন্ত আগুন নিভে যাওয়ার মতো তৃষ্ণা ক্ষয় পায়। বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধের সাথে সাথে তাঁর চিত্ত মোক্ষবোধ (মুক্তি) লাভ করে। এতে সেই বিমুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয়।

প্রশ্ন ▶ ২ ভিক্ষু সম্মেলনের এক দেশনায় শ্রদ্ধেয় ধর্মকীর্তি স্থবির বললেন, "প্রথমত ধর্মপদ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ" আছে—
'আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং।
বিস্সাস পরমাঞাতি, নিব্বানং পরমং সুখং।'

বুদ্ধ বলেছেন— "মানবজন্ম দুর্লভ। মানুষের বিবেক আছে। ভালোমন্দ বিচার করে কুশলকর্ম সম্পাদন করে মানব জন্ম হয়।"

ক. গৌতম বুদ্ধ কত বছর যাবৎ ধর্ম প্রচার করেন? ১
খ. নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না কেন? ২
গ. ধর্মকীর্তি স্থবির তাঁর দেশনায় কোন ধরনের নির্বাণের ইঙ্গিত করেছেন— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বুদ্ধের দেশনায় নির্বাণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

◀ *শিখনফল-১ ও ২*

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক গৌতম বুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ ধর্ম প্রচার করেন।

খ নির্বাণ লাভে মানুষ তৃষ্ণামুক্ত হয়, তার জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরুদ্ধ হয় বলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয়না।

নির্বাণ হলো জ্বলন্ত আগুন নিভে যাওয়ার মতো তৃষ্ণা ক্ষয় হওয়া। বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধের সাথে সাথে তাঁর চিত্ত মোক্ষবোধ বা মুক্তিলাভ করে। তাই সেই বিমুক্ত মহাপুরুষের পুনর্জন্ম নিরোধ হয় অর্থাৎ নির্বাণ লাভে পুনর্জন্ম নিরোধ হয়।

গ ধর্মকীর্তি স্থবিরের দেশনায় অনুপাদিসেস নির্বাণের ইঙ্গিত রয়েছে। নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে বলে অনুপাদিসেস নির্বাণ। এ নির্বাণ হলো সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হওয়া। এ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় প্রজ্বলিত হবেন না। অর্থাৎ তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই, এ অবস্থা বর্ণনাতীত। এতে সুখ-দুঃখের উপশম হয়। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। অনন্ত সংসারপ্রবাহের এখানেই অবসান হয়। এজন্যেই বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, 'নিব্বানং পরমং সুখং' অর্থাৎ নির্বাণই পরম সুখ।

আচার্য নাগার্জুন নির্বাণের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন:

অপ্রতীতম, অসম্প্রাপ্তম, অনুচ্ছিন্নম, অশাশ্বতম,
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম, এব নিব্বানং উচ্যতে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বুদ্ধের দেশনায় নির্বাণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—

লোভ, দ্বেষ, কামনা, বাসনার কারণে সৃষ্ট অকুশল কর্ম থেকে বিরত হয়ে কুশল কর্মের মাধ্যমে শান্তিময় জগৎ নির্মাণ এবং জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুঃখময় জীবনপ্রবাহ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জগৎ দুঃখময়। তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি। তৃষ্ণার কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে মানুষ অকুশল চেতনার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়। এতে অজ্ঞানী মানুষ নিজের ক্ষতি যেমন করে অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে সংসার ও জগতে শান্তি বিঘ্নিত হয়। নির্বাণ সাধনায় রত ব্যক্তিকে সবসময় কুশল কর্ম করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করে দুঃখের কারণ তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়। অক্লান্ত সাধনায় লোভ-দ্বেষ-মোহহীন হয়ে অবিদ্যা দূর করতে হয়। অবিচ্ছিন্ন নির্বাণ সাধনায় তিনি নির্ভয় ও কল্যাণকামী হন। ফলে তিনি নিজের ও সকলের কল্যাণ সাধন করেন এবং জগৎ-সংসারের সর্ব প্রকার মঙ্গলের কারণ হন। অপরের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা, অহংকার ইত্যাদি ত্যাগ করেন। আত্মসংযম অনুশীলন করেন। সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন। নির্বাণসাধনা এভাবেই নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সকলের নির্বাণসাধনা করা উচিত। স্বল্প সময় বা স্বল্প চেষ্টায় নির্বাণলাভ সম্ভব নয়। এজন্য কঠোর অনুশীলন করতে হয়।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — সিলেবাস ও শিখনফলের আলোকে বাছাইকৃত

Tutor এখানে বিভিন্ন সালের এসএসসি পরীক্ষায় আসা প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। বোর্ড পরীক্ষায় যেসব শিখনফলের ওপর প্রশ্ন হয়ে থাকে সেগুলো সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো বারবার অনুশীলন করো। তাহলে তুমি বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর লিখনে দক্ষ হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ শ্রদ্ধেয় আনন্দবোধি ভিক্ষু প্রথম পর্যায়ে দুঃখ-মুক্তির লাভের জন্য কঠোর সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কয়েকটি বছর পার করে অবশেষে তিনি কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ধর্ম প্রচার করেন। পরিণত বয়সে তিনি সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ প্রভৃতি অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

ক. পঞ্চস্কন্ধ কাকে বলে? ১
খ. "নির্বাণ পরম সুখ"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শ্রদ্ধেয় আনন্দবোধি ভিক্ষু প্রথম পর্যায়ে কোন নির্বাণ লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আনন্দবোধি ভিক্ষু পরবর্তী পর্যায়ে যে নির্বাণ লাভ করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

শিখনফল-১ *[ঢাকা বোর্ড ২০২৪]*

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়।

খ যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে নির্বাণ বলে। তাই বলা হয়, নির্বাণ পরম সুখ।

বিশ্বের সকল বস্তু সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে দুরকম। যেসব বস্তুর কার্যকারণ আছে ও পরিবর্তনশীল তা সংস্কৃত। যেসব বস্তুর কার্যকারণ নেই তা হলো অসংস্কৃত, নির্বাণও অসংস্কৃত অর্থাৎ কার্যকারণ রহিত। এর পরিবর্তন নেই তাই নির্বাণ শান্ত এবং শাশ্বত। সকল পার্থিব বস্তুর অস্থায়িত্ব বা পরিবর্তনশীলতা দুঃখময়। কিন্তু নির্বাণের আনন্দের স্থায়িত্ব অবিনশ্বর। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, 'নির্বাণ পরম সুখ'।

গ শ্রদ্ধেয় আনন্দবোধি ভিক্ষুর প্রথম পর্যায়ের নির্বাণ হলো সোপাদিসেস নির্বাণ।

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধকপুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। উদ্দীপকের শ্রদ্ধেয় আনন্দবোধি ভিক্ষু সাধনার প্রথম পর্যায়ে এই নির্বাণ লাভ করেছেন। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তৃষ্ণামুক্ত হন, কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন। তবে বর্তমান জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ছয় বছর কঠোর সাধনার দ্বারা গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে দুঃখ ও তৃষ্ণার ক্ষয় করে গৌতম বুদ্ধ যে নির্বাণ জ্ঞানলাভ করেছিলেন তার নাম সোপাদিসেস নির্বাণ। উদ্দীপকের শ্রদ্ধেয় আনন্দবোধি ভিক্ষু সাধনার প্রথম পর্যায়ে এই নির্বাণ লাভ করেছেন।

ঘ আনন্দবোধি ভিক্ষু পরবর্তী পর্যায়ে যে নির্বাণ করেছিলেন তা হলো অনুপাদিসেস নির্বাণ।

নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে 'অনুপাদিসেস নির্বাণ বলে। অর্থাৎ শারীরিক ধাতু বা পঞ্চস্কন্ধসমূহ ত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুর নিরোধ অবস্থাই অনুপাদিসেস নির্বাণ। উদাহরণ স্বরূপ বলাযায়— বুদ্ধ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচারে কুশীনগরের যমক শাল বৃক্ষের নিচে অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন।

এমন ব্যক্তির অনন্ত সংসারপ্রবাহের অবসান হয়। তিনি সব রকম জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। যার কারণে তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। এতে তার সুখ-দুঃখের উপশম হয়েছে। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। এ প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই। এ প্রকার নির্বাণের অবস্থা বর্ণনাতীত; যা আমরা আনন্দবোধি ভিক্ষুর পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাণ লাভে লক্ষ করি।

পরিশেষে বলা যায়, সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। যা নির্বাণ লাভে সম্ভব। বুদ্ধ এজন্য বলেছেন, নির্বাণ পরম সুখ। একমাত্র শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুগণই নির্বাণ লাভ করেন।

প্রশ্ন ▶ ৪ শ্রদ্ধেয় দয়ানন্দ ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধিতে নিমগ্ন থেকে পরম জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তিনি জরা, ব্যাধি রোধ করতে সক্ষম নন। অপরদিকে, শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষু দেশনায় বলেন, এমন মহামানব পৃথিবীতে আছেন যিনি জন্ম-মৃত্যু নিরোধ করে দেবতা ও মানুষের মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। তাই সবার সাধনা চর্চা করা প্রয়োজন।

ক. নির্বাণ বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মানব জীবনকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শ্রদ্ধেয় দয়ানন্দ ভিক্ষু যে জ্ঞান লাভ করেন তা কোন নির্বাণের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষুর দেশনার আলোকে সাধনার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

◀ শিখনফল-১ ও ২ /ঢাকা বোর্ড, কুমিল্লা বোর্ড, চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২০/

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে তৃষ্ণার ক্ষয় হয়, রাগ-দ্বেষ, মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ বা কার্যকারণ নিরুদ্ধ হয় এবং সর্ব প্রকার দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে নির্বাণ বলে।

খ মানবজীবন প্রদীপের আলোর মতো ক্ষণস্থায়ী, তাই একে প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয়।

প্রদীপ জ্বলতে তেল, মোম, সলতে ইত্যাদি উপাদান প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ উপাদানসমূহের সরবরাহ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ প্রদীপ জ্বলতে থাকবে। একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ এভাবে অসংখ্য প্রদীপ জ্বালানো যায়। কিন্তু প্রদীপ প্রজ্বলনের উপাদানসমূহ ক্ষয় বা নিঃশেষ হলে প্রদীপ নির্বাপিত হবে। তাই ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা যায়।

গ শ্রদ্ধেয় দয়ানন্দ ভিক্ষু যে জ্ঞান লাভ করেন তা সোপাদিসেস নির্বাণের ইঙ্গিত বহন করে।

পাঠ্যবইয়ে আমরা জেনেছি নির্বাণ দুই প্রকার। যথা— সোপাদিসেস নির্বাণ এবং অনুপাদিসেস নির্বাণ। সোপাদিসেস নির্বাণ বর্ণনা করা হলো—

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধক পুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তৃষ্ণামুক্ত হন, কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন। তবে বর্তমান জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ছয় বছর কঠোর সাধনার দ্বারা গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে দুঃখ ও তৃষ্ণার ক্ষয় করে গৌতম বুদ্ধ যে নির্বাণ লাভ করেছিলেন তার নাম সোপাদিসেস নির্বাণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষুর দেশনায় নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।

যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে নির্বাণ বলে। সবরকম দুঃখ থেকে মুক্ত হবার জন্য যে সাধনা করা হয় তাই নির্বাণ সাধনা। লোভ, দ্বেষ, কামনা, বাসনার কারণে সৃষ্ট অকুশল কর্ম থেকে বিরত হয়ে কুশল কর্মের মাধ্যমে শান্তিময় জগৎ নির্মাণ এবং জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুঃখময় জীবনপ্রবাহ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয় অনস্বীকার্য।

উদ্দীপকে শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষুর দেশনায় এমন একজন মহামানবের কথা বর্ণিত হয়েছে যিনি জন্ম-মৃত্যু নিরোধ করে দেবতা ও মানুষের মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ ভিক্ষু গৌতম বুদ্ধে নির্বাণ সাধনা ও নির্বাণ লাভের বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং নির্বাণ সাধনার বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। জগৎ দুঃখময়। অবিদ্যার কারণে মানুষ অকুশল চেতনার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়। ফলে সংসার ও জগতে শান্তি বিঘ্নিত হয়। নির্বাণ সাধনায় রত ব্যক্তিকে সবসময় কুশল কর্ম করতে হয়। অক্লান্ত সাধনায় লোভ-দ্বেষ-মোহহীন হয়ে অবিদ্যা দূর করতে হয়। অবিচ্ছিন্ন নির্বাণ সাধনায় তিনি নির্ভয় ও কল্যাণকামী হন। ফলে তিনি নিজের ও সকলের কল্যাণ সাধন করেন এবং জগৎ-সংসারের সর্ব প্রকার মঙ্গলের কারণ হন। আত্মসংযম অনুশীলন করেন। সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন। নির্বাণ সাধনা এভাবেই নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সকলের নির্বাণসাধনা করা উচিত। স্বল্প সময় বা স্বল্প চেষ্টায় নির্বাণলাভ সম্ভব নয়। এজন্য কঠোর অনুশীলন করতে হয়।

প্রশ্ন ▶৫ শ্রদ্ধেয় তিলোকাবংশ মহাথের জাগতিক দুঃখ অনুভব করে চিরসুখী হতে চান। অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছাতে তিনি গভীর সাধনায় রত হন। এক পর্যায়ে তিনি পরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাশ্রী থের রাগ, দ্বেষ, মোহহীন হয়ে ভাবনায় অবিচল থাকেন। এতে তাঁর মন শান্ত থাকে। ধ্যান-সমাধির মাধ্যমেই তিনি প্রকৃত সুখ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। যথাসময়ে ধর্মপ্রচার করে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ক. কে তৃষ্ণামুক্ত হন? ১
খ. 'নির্বাণ পরম সুখ'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের বর্ণিত শ্রদ্ধেয় তিলোক বংশ মহাথের যে পরম জ্ঞান লাভ করেছেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রকৃত সুখ উপলব্ধির মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাশ্রী থের কী অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভে সমর্থ হবেন? এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

◀ শিখনফল-১ /ঢাকা বোর্ড ২০১৯/

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাণ সাক্ষাতকারী জীবিত অর্হৎ তৃষ্ণামুক্ত হন।

খ যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে নির্বাণ বলে। তাই বলা হয়, নির্বাণ পরম সুখ।

বিশ্বের সকল বস্তু সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে দুরকম। যেসব বস্তুর কার্যকারণ আছে ও পরিবর্তনশীল তা সংস্কৃত। যেসব বস্তুর কার্যকারণ নেই তা হলো অসংস্কৃত, নির্বাণও অসংস্কৃত অর্থাৎ কার্যকারণ রহিত। এর পরিবর্তন নেই তাই নির্বাণ শান্ত এবং শাশ্বত। সকল পার্থিব বস্তুর অস্থায়িত্ব বা পরিবর্তনশীলতা দুঃখময়। কিন্তু নির্বাণের আনন্দের স্থায়িত্ব অবিনশ্বর। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, 'নির্বাণ পরম সুখ'।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রদ্ধেয় তিলোকাবংশ মহাথের সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছেন।

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধকপুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তৃষ্ণামুক্ত হন, কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন। তবে বর্তমান জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেছেন।

উদ্দীপকের শ্রদ্ধেয় তিলোকাবংশ গভীর সাধনায় রত থেকে জাগতিক দুঃখ অনুভব করেন। এর ফলে তিনি সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করে চিরসুখী হন।

ঘ প্রকৃত সুখ উপলব্ধির মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাশ্রী থের অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভে সমর্থ হবেন বলে আমি মনে করি।

নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে বলে অনুপাদিসেস নির্বাণ। এ নির্বাণ হলো সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হওয়া। এ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় প্রজ্বলিত হবেন না। অর্থাৎ তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই, এ অবস্থা বর্ণনাতীত। এতে সুখ-দুঃখের উপশম হয়। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। অনন্ত সংসার প্রবাহের এখানেই অবসান হয়। এজন্যেই বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, 'নিব্বানং পরমং সুখং' অর্থাৎ নির্বাণই পরম সুখ।

এই প্রকৃত সুখকে উপলব্ধি করার জন্য উদ্দীপকে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাশ্রী থের রাগ, দ্বেষ, মোহহীন হয়ে ভাবনায় সবসময় অবিচল থাকেন। একসময় ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে তিনি প্রকৃত সুখ উপলব্ধি করেন। তারপর যথাসময়ে ধর্ম প্রচার করে তিনি দেহত্যাগ করেন। সাধনা এবং ধর্ম প্রচারের ফলে প্রজ্ঞাশ্রী থের প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার মাধ্যমে অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করবেন।

প্রশ্ন ▶৬ শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় মহাথের গভীর ধ্যান সাধনায় মগ্ন থাকেন। তিনি সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে লোভ, হিংসা, মোহ থেকে মুক্ত হন। অন্যদিকে শ্রদ্ধেয় কল্যাণশ্রী মহাস্থবির সকল প্রকার কামনা, বাসনা, আসক্তি মুক্ত হয়ে সাধনায় সফল হন। নব্বই বছর বয়সে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করে মুক্ত মহাপুরুষে উপনীত হন।

ক. চিত্ত সংযমের প্রধান উপায় কী? ১

খ. নির্বাণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় মহাথের কোন নির্বাণ লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শ্রদ্ধেয় কল্যাণশ্রী মহাস্থবির যে নির্বাণে উপনীত হয়েছেন তা 'পরম সুখকর'— মূল্যায়ন করো। ৪

শিখনফল-১ */চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯/*

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক চিত্ত সংযমের প্রধান উপায় হলো বুদ্ধের নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, ব্রহ্মচর্য পালন এবং ধ্যান-সমাধির অনুশীলন করা।

খ নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রুদ্ধ এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা। তাই নির্বাণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়।

নির্বাণ এক অলৌকিক অবস্থা, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নির্বাণ কারণসম্ভূত নয় বিধায় অবিনশ্বর। নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। যার ফলে আর দুঃখও ভোগ করতে হয় না। বুদ্ধ আবিষ্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হচ্ছে নির্বাণ। তাই বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ।

গ শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় মহাথের সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছেন।

পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধক পুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান— এই পাঁচটিকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলে। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তৃষ্ণামুক্ত হন। কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন। তবে বর্তমান জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেছেন।

উদ্দীপকের শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় মহাথের গভীর ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকেন। তিনি সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে লোভ, হিংসা, মোহ থেকে মুক্ত হন। অর্থাৎ তিনি ধ্যান সাধনার মাধ্যমে সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছেন। এ জন্য তিনি পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করেন।

ঘ শ্রদ্ধেয় কল্যাণশ্রী মহাস্থবির যে নির্বাণে উপনীত হয়েছেন তা 'পরম সুখকর'— এ বক্তব্যটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

উদ্দীপকে শ্রদ্ধেয় কল্যাণশ্রী মহাস্থবির সব ধরনের কামনা, বাসনা, আসক্তি মুক্ত হয়ে সাধনায় সফল হন। নব্বই বছর বয়সে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করে মুক্ত মহাপুরুষে উপনীত হন। অর্থাৎ অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন।

নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে অনুপাদিসেস নির্বাণ বলে। পঞ্চস্কন্ধসমূহ ত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুর নিরোধ অবস্থায় অনুপাদিসেস নির্বাণ। এই নির্বাণ লাভ হলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এতে সব সুখ-দুঃখের উপশম হয়। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। এ প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই। এর অবস্থা বর্ণনাতীত। অনন্ত সংসার প্রবাহের এখানেই অবসান হয়। এ জন্য বুদ্ধ বলেছেন, 'নিব্বানং পরমং সুখং' অর্থাৎ নির্বাণই পরম সুখ। এই অনুপাদিসেস নির্বাণ কোনো প্রকারে লভ্য নয়। কোনো শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদও নয়। এর কোনো বিনাশ নেই। এই নির্বাণ লাভে সম্পূর্ণ নির্বাপিত হওয়া যায়। যা পরম সুখকর।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শ্রদ্ধেয় কল্যাণশ্রী মহাস্থবির উক্ত অনুপাদিসেস নির্বাণে উপনীত হয়েছেন যা 'পরম সুখকর।'

প্রশ্ন ▶৭ শ্রদ্ধেয় জ্ঞানবংশ ভিক্ষু যথাযথভাবে সঙ্ঘের নিয়ম মেনে চলেন। তিনি তৃষ্ণাক্ষয়ের মানসে ধ্যান সমাধি করে মার্গ ফললাভ করেন। অপরদিকে করুণাশ্রী ভিক্ষু ধ্যান-সমাধি করে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হন। পঞ্চস্কন্ধ বিনাশ করে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন।

ক. বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য কী? ১

খ. নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত জ্ঞানবংশ ভিক্ষু কোন নির্বাণে উন্নীত হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত করুণাশ্রী ভিক্ষু অনুপাদিসেস নির্বাণে উপনীত হয়েছেন তাতে তুমি কী একমত? যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

শিখনফল-১ */সকল বোর্ড ২০১৮/*

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য নির্বাণ।

খ দুঃখপূর্ণ জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন।

নির্বাণ পরম সুখ। মানুষ এই পরম সুখ পেতে হলে তৃষ্ণার ক্ষয় করে সুখ পেতে হয়। অকুশল কর্ম থেকে বিরত থেকে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

গ শ্রদ্ধেয় জ্ঞানবংশ ভিক্ষু সোপাদিসেস নির্বাণে উপনীত হয়েছেন।

পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধক পুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তৃষ্ণামুক্ত হন, কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন। তবে বর্তমান জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেছেন।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানবংশ ভিক্ষু মূলত কোনো অকুশল কর্মে লিপ্ত থাকেন না। তিনি সঙ্ঘের নিয়ম মেনে চলেন এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের মানসে ধ্যান সমাধি করে মার্গ ফললাভ করেন। অর্থাৎ তিনি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন।

ঘ শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভিক্ষু অনুপাদিসেস নির্বাণে উপনীত হয়েছেন তাতে— আমি একমত।

নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে অনুপাদিসেস নির্বাণ বলে। অর্থাৎ শারীরিক ধাতু বা পঞ্চস্কন্ধসমূহ ত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুর নিরোধ অবস্থাই অনুপাদিসেস নির্বাণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— বুদ্ধ কুশীনগরের যমক শাল বৃক্ষের নিচে অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন।

শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভিক্ষু ধ্যান-সমাধি করে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হন। অর্থাৎ তিনি সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। এরপর পঞ্চস্কন্ধ বিনাশ করে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন। যার অর্থ হলো শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভিক্ষুর অনন্ত সংসারপ্রবাহের এখানেই অবসান হয়েছে। তিনি সব রকম জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছেন। যার কারণে তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। এতে তার সুখ-দুঃখের উপশম হয়েছে। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। এ প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই। এ প্রকার নির্বাণের অবস্থা বর্ণনাতীত। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, নির্বাণ পরম সুখ। কোনো প্রকারে লভ্য নহে। কোনো শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদও নহে। তাই শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুরা নির্বাণ লাভ করেন।